চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 August 2019 ■ আগরতলা, ১২ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

ঝুলনযাত্রা উৎসব ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। রবিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, এটি একটি আদর্শ বললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরা এডুকেশন সোসাইটি আয়োজিত শিক্ষা আমাদের ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষামুখী প্রবণতা শীর্ষক আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, এটি একটি আদর্শ। একমাত্র মানুষের অন্তর্নিহীত বিকাশ সাধনের নাম শিক্ষা। পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান করতে পারে শিক্ষা। ত্রিপুরা এডুকেশন সোসাইটি আয়োজিত এই আলোচনচক্রকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের। সঠিক অক্সিজেন না পেলে মানুষ যেন বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষক যদি ছাত্রকে শিক্ষার সঠিক অক্সিজেন দিতে না পালেন তাহলে ছাত্রদের চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে। এসব বিষয়ে যত্নবান হতে শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, শিক্ষক সমাজের ৯০ শতাংশই যথেষ্ট সংবেদনশীল। ছোট্ট একটি সংখ্যা শিক্ষাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। বর্তমান সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের পরামর্শ চেয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন ছিল হয়ত বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে তার অনেকটাই ঘাটতি রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল আপনাদের মতো একজন শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদের। সে যাই হোক দায়িত্ব যখন অর্পিত হয়েছে তখন সেই দায়িত্ব পালনে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের পরামর্শ পথ চলার ক্ষেত্রে পথ পদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। এ ধরনের আলোচনা চক্রের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সাবলীল হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ ভারতে বন্যায় মৃত্যু একশ ছাড়িয়েছে, আকাশ থেকে পরিস্থিতি দেখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স): দেশের ৯ রাজ্যে বন্যা। গুজরাট, মহরাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরলের অবস্থা ভয়াবহ। রবিবার কর্ণাটকের বেলাগাভির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবারই সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা জানান, এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। দুই লক্ষের বেশি মানুষকে সরানো হয়েছে নিরাপদ স্থানে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরলে গত এক সপ্তাহে মোট মৃত্যুর সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে

আজ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী পৌঁছন নিজের কেন্দ্র কেরলের ওয়াইনাডে। সেখানে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করার পর প্রধানমন্ত্রীর কাছে ত্রাণের জন্য আর্জি করেন রাহুল গান্ধী। ওয়াইনাড, কানুর, কাসরগড সহ একাধিক জেলায় তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। এসব জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত তিন দিনে ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। প্রায় ১.৬৬ লক্ষ মানুষকে নিরাপদ স্থানে আনা হয়েছে। গত বছরও ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী থেকেছে কেরল।

জানা গেছে, কর্ণাটকে কৃষ্ণা নদীর উপর তৈরি আলমাটি জলাধারের জল ছাড়তেই ব্যাপক বন্যার আকার ধারণ নেয় মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলায়। ৩০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে মহারাষ্ট্রে। মুম্বই, পুনে, কোলাহাপুর-সহ একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়। বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা জানান, ১৭টি জেলার এক হাজার গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে বলে দাবি ইয়েদুরাপ্পার।

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে বন্যা পরিস্থিতিতে ভয়াবহ আকার নিয়েছে। লাফিয়ে বাড়েছে মৃতের সংখ্যা। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে জনজীবন। ইতিমধ্যে ২ লক্ষ মানুষকে প্রশাসনের তরফে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার কর্নাটকের বেলাগভি জেলায় বন্যা পরিদর্শনে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বন্যা বিপর্যস্ত এলাকাগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে বন্যায় এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কর্নাটকের প্রায় ৮৭৪ টি গ্রাম ইতিমধ্যে বন্যা কবলিত। অধিকাংশ নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। রাজ্যের ২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরে কার্যত ভাসছে কেরালা। তার মধ্যেই দক্ষিণের এই রাজ্যে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় কেরালায় মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর তার সঙ্গে ঘটে চলেছে একের পর এক ধসের ঘটনা। কেরালার মালাপ্পুরমের কাভাল্লাপাররার ধসে এখন পর্যন্ত আটকে কমপক্ষে ৬৩ জন। যার মধ্যে রয়েছে ২০ জন শিশু বলে খবর স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে। এখন পর্যন্ত ধসের নিচে থেকে উদ্ধার হয়েছে ৯ জনের দেহ। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলছে উদ্ধার কাজ। কেরালার ৪ রাজ্যে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কোঝিকোড়, ওয়েনাড়, ইডুক্কি, মালাপ্পুরম জেলায় চরম সতর্কতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমঝোতা এক্সপ্রেস বন্ধের কথা ঘোষণা করল ভারতও

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স): ভারতও নয়া দিল্লি থেকে লাহোরগামী সমঝোতা এক্সপ্রেস বন্ধের কথা ঘোষণা করে দিল ভারতও। লাহোর থেকে দিল্লিগামী সমঝোতা এক্সপ্রেস বন্ধ করার কথা কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান।

উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপক কুমার জানিয়েছেন, '১৪৬০৭/১৪৬০৮ লাহোর-আটারি সমঝোতা এক্সপ্রেস বাতিলের সাম্প্রতিক যে সিদ্ধান্ত পাকিস্তান নিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪০০১/১৪০০২ লিংক এক্সপ্রেস যা দিল্লি ও আটারির মধ্যে চলাচল করে তাও বাতিল করা হল'।

বৃহস্পতিবার দ্বিসাপ্তাহিক সমঝোতা ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার মধ্যে এটি ছিল একটি। তার আগের দিনই পাকিস্তান থেকে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করা হয়, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্কও ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র।

পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ জানিয়েছিলেন তিনি যতদিন মন্ত্রী থাকবেন, ততদিন আর সমঝোতা এক্সপ্রেস চলাচল করবে না। সমঝোতা এক্সপ্রেসের কামরাগুলি ঈদ উপলক্ষে যাত্রীদের চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সমঝোতা এক্সপ্রেসে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে গিয়ে ওয়াঘা সীমান্তের কাছে বৃহস্পতিবার ট্রেনের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন ১১৭ জন যাত্রী। ভারত থেকে একটি ইঞ্জিন গিয়ে ট্রেনটিকে আটারি নিয়ে আসে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গণডেপুটেশন দেবেন ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আগামী ১৪ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্দেশে গণ-ডেপুটেশন দেবে অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ অ্যাডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ মাধ্যমের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অভিযোগের সুরে সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা জানান, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতারণার শিকার হয়ে আজও চাকরি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ১০৩২৩ জন শিক্ষক। বর্তমান সরকার তাঁদের নির্বাচনী ভিজন ডকুমেন্টে ১০৩২৩-এর সমস্যা সমাধানের কথা উল্লেখ করলেও এখনও তেমন কিছুই হয়নি। যার ফলে তাঁরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা চিন্তায় ডুবে আছেন। তাই এবারে পাঁচ দফা দাবি আদায়ে ধারাবাহিক আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

তিনি জানান, আগামী ১৪ আগস্ট সকাল ১১টা নাগাদ ১০৩২৩ জন শিক্ষক ও তাঁদের পরিবার পরিজনেরা একসাথে যোগ দেবেন গণ-ডেপুটেশনে। ওইদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে গণ-ডেপুটেশন দেওয়া হবে। নিজেদের দাবি আদায়ে ধারাবাহিক তথা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার পরিকল্পনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় বছরের শিশুকন্যার ওপর পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ছয় বছর বয়সি ফুটফুটে এক শিশুকন্যাকে ফল খাওয়ানোর নাম করে পাশবিক লালসার চরিতার্থ করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। ঘটনা ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত আমবাসা মহকুমার কচুছড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার এলাকার যুবক আশুতোষ পাল (২১) প্রতিবেশী এক শিশুকন্যাকে তার পরিবারের সদস্যদের অবর্তমানে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় ফল খাওয়ানোর নাম করে। মেয়েটির মা ঘরে এসে তাকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক খোঁজ করতে থাকেন। তখন তিনি দেখতে পান প্রতিবেশী আশুতোষ পাল তার ঘরে মেয়েটিকে ধর্ষণ করছে। তখন মেয়েটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য।

অপরদিকে, আশুতোষ পাল নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের মামলা না করার জন্য আর্থিক প্রলোভন দিতে থাকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে সৌন্দর্য্যায়ন ও বৃক্ষরোপন প্রকল্পের অনুমোদন দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন এবং সৌন্দর্য্যায়নের প্রকল্পটি রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, রাস্তা এবং জাতীয় সড়কের পাশে যেসব পরিবারের বসবাস তাদের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি অনেক বেশী কার্যকরী হবে। রাস্তা এবং জাতীয় সড়কের পাশে বিভিন্ন ফলের গাছ লাগানো হবে। এই বিষয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পূর্ত দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, কৃষি এবং উদ্যান দপ্তর, পরিবহণ দপ্তর এবং বন দপ্তরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। তারপর জেলা এবং মহকুমা স্তরেও কমিটি গঠন করা হবে বলে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন।

ডিমের খোসায় শিল্পকর্মে একাধিক পুরস্কার জিতলেন অঙ্কিতা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আমরা সকলে ডিম খেয়ে তার খোসা ফেলে দেই ডাস্টবিনে। কারণ এটি আমাদের কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু ফেলে দেওয়া এই ডিমের খোসা দিয়ে নান্দনিক ও দৃষ্টিনন্দন সামগ্রী তৈরি করা যায় তা করে দেখালেন আগরতলার অঙ্কিতা ভৌমিক। খোসার উপর কারুকার্য করে সবাইকে শুধু অবাকই করেননি, তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এখন পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক ও একটি জাতীয় স্তরের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। তবে আগামী দিনে তাঁর পুরস্কারের তালিকা আরও দীর্ঘ হবে বলে আশাবাদী তিনি।

রাজধানী আগরতলার রামনগর এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিতা ভৌমিক, পেশায় ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতরের একজন কর্মচারী। তবে তাঁর নেশা নানান রকম শিল্পকর্ম করা। তিনি জানান, ছোটবেলা থেকে আঁকা, ঘরের ফেলে দেওয়া সামগ্রী কেটে রং করে নানান গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করাই তাঁর নেশা। তবে এই সব নিয়ে তিনি কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন হঠাৎ একদিন তিনি টিভি-র একটি অনুষ্ঠানে দেখেন ডিমের খোসা দিয়ে নানান গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে। তা দেখে তাঁর নিজের মনে ইচ্ছে হয় ডিমের খোলস দিয়ে কিছু তৈরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

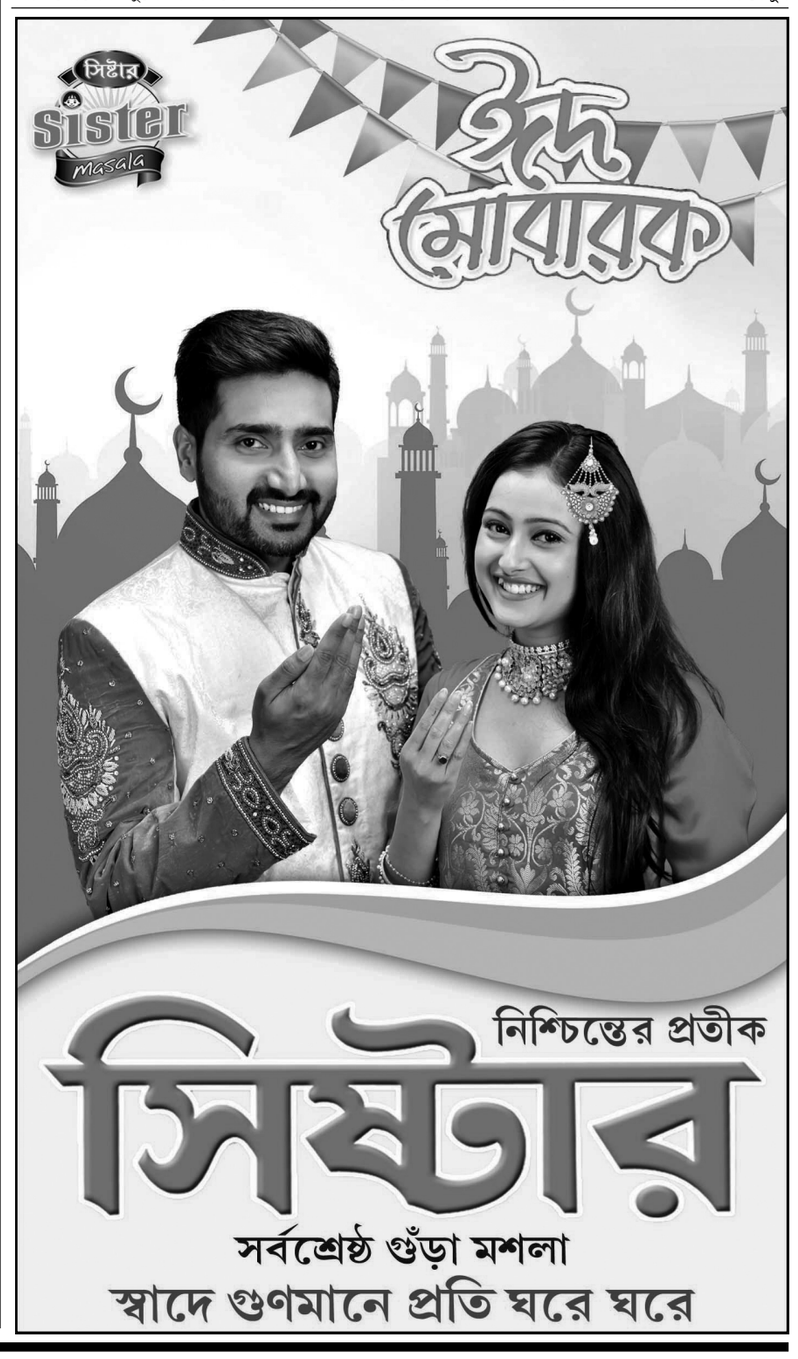

শিল্প স্থাপনে ইউনিয়নবাজ বন্ধ করতে হবে শান্তিই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ শুধুমাত্র অক্সিজেনের জোগান দেয় না, সেই সঙ্গে পরিবেশও রক্ষা করে আমাদের বাণিজ্যিকভাবে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। গাছ বিভিন্নভাবে রোজগারের সুযোগও স'ষ্টি করে থাকে। তাই প্রত্যেককে কমপক্ষে দু'টো করে গাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ রাজ্য সচিবালয়ে বন দপ্তর আয়োজিত বনমহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে একটি নাগেশ্বর গাছের চারা রোপন করে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৬২ শতাংশেরও বেশী বনভূমি রয়েছে। বাঁশজাত শিল্পের সম্ভাবনা বিবেচনা করে বাঁশকে ঘাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যান্য গাছের তুলনায় বাঁশ দ্রত বৃদ্ধি পায়। দেশের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ বাঁশ উত্তর পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ত্রিপুরা, আসাম এবং মিজোরামে অধিকাংশ বাঁশের সম্ভার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা ভারতব্যাপী জন-জলাই মাসে ব'ক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। ত্রিপুরাতেও এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা অব্যাহত আছে। সম্পতি রাজ্যে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এক মিনিটে ছয় হাজারের বেশী গাছ লাগানো হয়েছে। এটি একটি মাইলফলক। রাজ্যবাসীকে ব'ক্ষ রোপনে উৎসাহিত করতে এ পদক্ষেপ বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান, ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীনকাল থেকেই গাছের পূজার্চ্চনা করার রীতি রয়েছে। তাই শুধু জন-জলাই এই দু'মাস নয়, তিনি ব'ষ্টির মরশুমে ব'ক্ষরোপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই সঙ্গে গাছের রক্ষনাবেক্ষন করারও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

সাংবাদিকদের এন এল এফ টি'র সঙ্গে চুক্তি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক বছর পর জনতার সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতি কিংবা জনজাতি প্রত্যেকেই রাজ্যের উন্নয়ন চায়। সবাই যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে নিজের পরিবারের পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে যুক্ত হতে পারেন সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলিতভাবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রাজ্যের উন্নতি সাধনে সেই রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা আব্যশক। তিনি আশা ব্যক্ত করেন এই চুক্তি ত্রিপুরায় একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী করবে। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরার এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের বার্তা দেশের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছে দিতে হবে। তখনই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো আমাদের রাজ্যে ব্যবসা করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। ত্রিপুরা সেই দিশাতেই অগ্রসর হচ্ছে।

সম্পতি দুবাইতে পাঠানো রাজ্যের বিখ্যাত কিউ প্রজাতির আনারস এবং লেবু সতেজভাবে দুবাইয়ে পৌঁছানোর বার্তার বিষয়েও সাংবাদিকদের অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। রপ্তানীক'ত এই আনারস এবং লেবু সতেজভাবে কম সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন। আগামীদিনে আনারস এবং লেবু এই ভাবে পৌঁছে দিলে দুবাইয়ের বাজার সহজভাবে ধরা যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। এর ফলে রাজ্যের আনারস এবং লেবু চাষীরাও আর্থিকভাবে উপক'ত হবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাজ্য সচিবালয়ে এদিনের বনমহোৎসব কর্মসূচিতে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী একটি করে ব'ক্ষ রোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩০২ ▫ ১২ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ২৬ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সড়ক নিরাপত্তা সংকটে

প্রতি বছর সরকারী উদ্যোগে সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহেই একের পর এক দূর্ঘটনায় অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়েন। প্রায় প্রতিদিনই সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটিতেছে। অথচ ইহাই সত্যি যে, এই দূর্ঘটনা রোধে তেমন কার্য্যকর কোনও পদক্ষেপ নিতে পারিতেছে না রাজ্য প্রশাসন। যে সরিষা দিয়া ভুত তাড়ানো হইবে সেই সরিষাতেই যদি ভুত থাকে তাহা হইলে ভুত তো ঘার মটকাইবেই। দূর্ঘটনা যে হারে বাড়িতেছে, পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাইবে সড়ক দূর্ঘটনায় শীর্ষ স্থান দখল করিতেছে ত্রিপুরা। রাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা ইত্যাদির অনুপাতে দূর্ঘটনার হার যে অনেক বেশী সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিবারই কথা নহে। ত্রিপুরায় যান বাহন চলাচলের উপর ট্রাফিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কতখানি রহিয়াছে সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। দূর্ঘটনা বৃদ্ধির সবচাইতে বড় কারন প্রশিক্ষিত, দক্ষ চালকের অভাব। যান বাহন চালকের বেপরোয়া চালনার জন্যও দূর্ঘটনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে ধরিয়া নেওয়া যায়।

রাজ্যে সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে মোটর কর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে জোর বিতর্ক আছে। এই লাইনে এখন আর দক্ষ কর্মী গড়িয়া উঠিতেছে না। রাজ্যে বিভিন্ন রুটে যাত্রীবাস চলাচল করিলেও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ তেমন নাই। একশ্রেণীর চালক, মোটরকর্মী এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার, প্রসারিত করিবার তেমন ভাবনা চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। এক সময় রাজ্যে মোটরগাড়ীর চালক কর্মীদের জয়জয়কার কে না দেখিয়াছে। ষাটের দশকে একজন মোটর গাড়ীর চালকের দামই ছিল আলাদা। এই গাড়ীর ড্রাইভাররা নানা দিক দিয়াই ছিলেন সুখী। এই সুখ ভোগের জন্য সবচাইতে বেশী তৎপর ছিলেন ড্রাইভাররা। রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের সেদিনের দুরবস্থার কথা কে জানে। এই পরিস্থিতিতে তখন মোটর চালকরা দাপাইয়া বেড়াইয়াছে। আজ ত্রিপুরায় তাহাদের ভবিষ্যত বড়ই সংকটাপন্ন অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইতেছে।

মোটর কর্মীদের অনেকেই পরিস্থিতির কথা ভাবিয়া অন্য পথে জীবিকার সন্ধান করিতেছেন। তাহা ছাড়াও মোটর কর্মীদের মধ্যে অনেকেই সুস্থ চিন্তা ও চেতনার পথে হাটিতে পারে। সুতরাং তাহাদের প্রতি সাধারণ মানুষের তেমন সহানুভুতির ঘটনা চোখে পড়ে না। মোটরকর্মীরা বেশীর ভাগই রাজনীতির শিবিরে আশ্রিত। আর খুঁটির জোরে পুলিশকেও চোখ রাঙাইয়া কাবু করিতে পারে। তাহাদের সাম্প্রতিক কান্ডকীর্তি অনেকের চোখ কান খুলিয়া দিয়াছে। যতদিন মোটর কর্মীদের যথাযথ ভাবে যান বাহনের উপর, যান চালকদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না, ততদিন বেপরোয়া যান মানুষের প্রাণ ছিনাইয়া নিতেই থাকিবে। ট্রাফিক পুলিশকে আরও বেশী প্রশিক্ষিত করিয়া যানবাহন চলাচলের উপর কঠোর নজরা দারী বাড়ানো দরকার। যেখানে ট্রাফিক পুলিশই মোটর কর্মীদের ভয়ে তটস্থ সেখানে দূর্ঘটনা রোধ করা তো অলীক স্বপ্নের মতোই।

টোটোতে চেপে চায়ের দোকানে বসে বিজেপির প্রচার কোচবিহারের সাংসদ নিশিথের

কোচবিহার, ১১ আগস্ট (হি.স.) : কোচবিহারের সাংসদকে দেখা গেল চায় পে চর্চা করতে। রবিবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের সেলিব্রেটি সাংসদ নিশিথ প্রামাণিককে দেখা গেল একেবারে সাধারণ মানুষের মতো টোটোতে চেপে চায়ের দোকানে এসে আড্ডা দিতে।

এদিন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে টোটো চরে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করতে দেখা যায় জেলার বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতৃত্বকে। হাতের নাগালের মধ্যে এই সেলিব্রেটি সংসদ তথা তরুণ নেতা নিশিথ প্রামানিককে দেখতে ভিড় জমান বহু উৎসুক জনতা। প্রত্যেকের সঙ্গে সে ভাবে কথা না বলতে পারলেও দীর্ঘক্ষণ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দেখা যায় কোচবিহারের সাংসদ নিশিথ প্রামাণিককে।

উচ্চ জীবন যাপন করলেও বিজেপির এই সাংসদকে এর আগেও দেখা গেছে সাধারণের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে। অনেকের মতেই কোচবিহার লোকসভা তথা উত্তরবঙ্গের সকল সংসদ এর মধ্যে থেকে এর জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী। অটোগ্রাফ থেকে শুরু করে সেলফি সবকিছুতেই সাংসদ নিশিত প্রামানিক ওরফে বিট্টুদা কে দেখা গেছে হাসিমুখে সামাল দিতে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের থাকাকালীন সময় থেকেই রয়েছে তার অগাধ ফ্যান। বিশেষ করে যুবক যুবতীদের আইডিয়াল হিসেবে নিশীথ প্রামাণিকের নাম বারংবার উঠে এসেছে। কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ সেলুনে দেখা যায় বিট্টু কাট দাড়ি বানাতে। সেরকম একজন সেলিব্রেটি সাংসদকে একেবারে সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ টোটো তে চেপে এসে চায়ের দোকানে আড্ডা মানে তার ফ্যানেদের কাছে বিরাট পাওনা। দীর্ঘক্ষন এই পরিক্রমা সহ চায় পে চর্চাতে সাধারণ মানুষের দাবীদাওয়া দুঃখ হতাশা সবকিছুই জানতে চান জেলার এই দাপুটে তথা সেলিব্রেটি সাংসদ নিশিত প্রামানিক।

যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিকে বল প্রচারে জনসাধারণের মধ্যে ছুটে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষকে বিজেপিমুখী করার প্রয়াসেই চায় পে চর্চা বা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। যদিও নিশিথ প্রামানিক বলেন, যেই সাধারণ মানুষেরা আমায় দুহাত ভরে আশীর্বাদ দিয়ে বিপুল সংখ্যক ভোটে তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছে সেই সেবক হিসেবেই তাদের পাওয়া না পাওয়া দুঃখ কষ্ট জানতেই এদিন শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা সহ চায়ের দোকানে আড্ডা হয়। যদিও সর্বক্ষণ সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ পাওয়া না পাওয়া জানার জন্য আমি অপেক্ষা করি। তবু অনেক সময় দেখা যায় তারা নানান কারণবশত আমার বাড়ি বা কার্যালয়ে আসতে দ্বিধা বোধ করতেই পারে। সে কারণে আজকে যাতে তাদের কোনো রকম অসুবিধে না হয় সেজন্য তাদের দরবারেই আমি উপস্থিত হয়েছি। ভবিষ্যতেও তাদের সেবা করার জন্য সব সময় তারা আমাকে পাশে পাবে।

তারাফেনি ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় বন্ধ ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়ক

ঝাড়গ্রাম, ১১ আগস্ট (হি.স.) : তারাফেনি ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় হড়পা বানের ফলে কজওয়ের উপর জল উঠে যাওয়ায় ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কে যান চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার এঠেলাতে তারাফেনী নদীর জল বেড়ে যাওয়ার ফলে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে তারাফেনি ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার জন্যই নদীতে জল বেড়ে হারপা বান হয়েছে। এদিন বেলপাহাড়ি থানার ভেলাইডিহা অঞ্চলের এঠেলাতে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কে সকাল প্রায় ছটা থেকেই রাস্তায় জল উঠে আসার ফলে রাস্তাটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ঝাড়গ্রাম জেলা সদর থেকে শিলদা হয়ে বাঁকুড়া এবং বেলপাহাড়ি থেকে শিলদা হয়ে বাঁকুড়া যাওয়ার এই গুরুত্বপূর্ন রাজ্য সড়কে যাত্রীবাহী বাস সহ যে কোন ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এই রাজ্য সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি যাত্রীবাহী বাস সহ অসংখ্য অন্যান্য গাড়ি ও পন্যবাহী গাড়ি। স্থানীয় মানুষ জন জানাচ্ছেন এদিন ভোর থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর থেকেই এঠেলাতে পিচ রাস্তার উপর কজওয়ে দিয়ে তীব্র স্রোতে জল বইতে আরম্ভ করে।প্রতিবছর বর্ষার সময় এই জায়গাটিতে নদীর জল বড়ার ফলে কজওয়ের উপর দিয়ে জল তীব্র স্রোতে বয়ে যায়। বর্ষার দিন গুলিতে প্রায়ই বাঁকুড়া এই রাজ্য সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।দুই জেলার মানুষ নিত্য প্রয়োজনে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। হাট, বাজার, হাসপাতাল সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে দুই জেলার মানুষ দুই জেলাতে যান। এই এঠেলাতে স্থানীয় মানুষ জন দীর্ঘ দিন ধরে একটি সেতুর দাবি করে আসচ্ছেন। তাদের বক্তব্য স্থায়ী সেতু হলে প্রতিবছর এইভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হত না।

ঝরাপাতা, আমি তেমারি

রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

প্রশ্ন হল, জীবন এতগুলি ভালাবসারমানুষ হারানোর পর নিজের আসন্ন মৃত্যুকে কীভাবে গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ?

১৮৭৫-এর ১০ মার্চ। মারা গেলেন সারদাসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথের মা। রবীন্দ্রনাথের বয়স চোদ্দো। যে রাত্রে সারদার মৃত্যু হল, রবীন্দ্রনাথ ঘুমিযে ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে মাকে হারানোর কথা, জীবনে প্রথম মৃত্যুশোকের কথা লিখে গিয়েছেন তিনি "তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতম দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়ে আসিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে".......স্তিমিত প্রদীপের, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়ে উঠিয়া হাঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না।" সকালবেলা বাড়ির বারান্দা থেকে মায়ের সুসজ্জিত দেহটি প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান দেখলেন রবীন্দ্রনাথ '..........মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না।' শোকের সমস্ত ঝড় এল কিছু পরে। যখন মাকে বাড়ির দরজার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। বালক রবির মনে হল, শোকের ঝন এক দমকায় এসে মনের ভিতরে এই একটি হাহাকার তুলে দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়ে মা আর একদিন ও তাঁর নিজের ঘরকন্নার মধ্যে আপনার আসনটিতে ফিরে আসবেন না।

১৮৮৪-র ২১ এপ্রিল তেইশ বছরের রবীন্দ্রনাথ পেলেন এমন এক মৃত্যুশোক যা হয়তো তাঁর সমস্ত জীবনটাকেই টালমাটাল করেদিল। এই শোক পঁচিশ বছরের নতুন বউঠান কাদম্বরীকে চিরদিনের জন্য হারানোর। লিখলেন রবীন্দ্রনাথ 'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চালিয়াছে।

১৯০২-এর নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ হারালেন তাঁর আঠাশ বছরের স্ত্রী মৃণালিনীকে। শেষ হল তাঁর আঠেরো বছরের দাম্পত্যজীবন। কীভাবে নিলেন তিনি এই মৃত্যু? দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়া ছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক কবিবেন।'

১৯৩০ সালে, অর্থাৎ পরের বছরেই, মারা গেলেন রবীন্দ্রনাথের বারো বছরের বিবাহিত মেয়ে রেণুকা (রানি), যক্ষ্মারোগে। ১৪ সেপ্টেম্বর, যেদিন রেণুকা মারা যান, সেই দিনই বিকেলবেলা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কেম আছে?' রবীন্দ্রনথ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বাবস্থা নিয়ে একটি দীর্ঘ মিটিং সবে সেরেছেন। সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন—সে মারা গিয়েছে। রেণুকার মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে বেরল রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'। এই কবিতার বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই রেণুকার জন্য তার রোগশয্যার পাশে বসে লেখা।

কেটে গেল চার বছর১৯০৭। রবান্দ্রীনাথ ছেচল্লিশ। হারালেন এগারো বছরের ছোট ছেলে শমীকে। তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, '.......জ্যোৎস্নায় আকাশ ভসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্লে, কম পড়েড়ি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে।' আর একের পর এক মৃত্যু পেরিয়ে আসা রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিও জানিয়ে গেলেন, 'ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়াছেন, তিনি তো আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি হরণও করিয়াছেন, পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না।'

১৯৮১-র ১৬ মে। রবীন্দ্রনাথ সাতান্ন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতা, যাকে 'বেলা' নামে ডাকেন তিনি। বেলার মৃত্যুর পরেই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, 'বোলা না সে নাই, সে -কথাটা মিথ্যা,তা-ই' বেলারম-মৃত্যুর দিন রবীন্দ্রনাথ খুব শান্ত ছিলেন। বলেছিলেন, মৃত্যু আর তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না। এইভাবে একের পর এক মৃত্যুশোক পেতে পেতে মৃত্যুর সঙ্গে এক গূঢ় বোঝাপড়া ঘটল রবীন্দ্রনাথের। এবং তারই প্রকাশ আমরা দেখেলাম তাঁর নিজের অনিবার্য অবসানকেগ্রহণ করার ভঙ্গির মধ্যে। ১৯৩৫-এর ২৮ জানুয়ারি সন্ধেবেলার ঘটনা থেকেই শুরু করা যাক। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন শান্তিনিকেতনের কঙ্করকুঞ্জে। সূর্য ডুবছে। সেই আলোয় ঝিলমিল করছে হিমঝুরি গাছের পাতা শীতের হাওয়ায়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রানি চন্দকে হঠাৎ বললেন রবীন্দ্রনাথ, এবার পাতা ঝরবার সময় এল। ওরা যেন আমারই মতো । ঝরে পড়ার আগের মুহূর্তে। এরপর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে অভিমান রানি, যৌবনের চাইতে ঝরাপাতত্রার বাহার কি কোনও অংশ কম? সেই অভিমান ক্রমে মিশে গেল বেদনায় ঝরাপাতরও বাগান ও গাছের একটি অঙ্গ। কষ্ট হয় যখন দেখি ওরা সব শুকনো পাতা ঝঁটি দিয়ে বাগান পরিষ্কার রাখে। তার বছর আগে, ১৯৩১-এর ৪ মার্চ, দোল পূর্ণিমার দিনে, নিজেকে ঝরাপাতার অভিমান, বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একটি বিখ্যাত গান লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ, 'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।' তারপর ঝরা পাতার কাছে সেই মর্মস্পর্শী অপূর্ব যাচনা, 'তোমারি মতো আমারো উত্তরী/ আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি—/ অস্তরবি লাগাক পরশমণি/ প্রাণের মম শেষেরসম্বলে।' অবসান কী রঙিন, মৃত্যু কী ইন্দ্রিয়ঘড় হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে। ১৯৩৮-এর১৬ জানুয়ারি। রবীন্দ্রনাথের রানি চন্দকে বললেন, আর কতদিন আছি, জানিনে। আমরা পা অচল। কানে দোষ। চোখ ক্ষয়ে আসছে। আর ও বেঁচে থেকে কী লাভ বল? তবু মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাললাগে না। রবীন্দ্রনাথের। বললেন, আমি এসে গেছ একেবারে এপারে। আর তোমার সব ওপারে। তোদের ইচ্ছে আছে, সখ আছে,সমস্তই আছে।

---আর আপনার? প্রশ্ন করেন রানি।

---আমি তোদের আর আঁকড়ে ধরতে চাইনে। মনটাকে জোর করে তোদের কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছি। মারা কাটাচ্ছি। আবার ইচ্ছেও করে, লেখা -টেখা সব ছেড়ে কোথাও পালাতে। সংসারের অনেক দূরে ছোট্ট একটি কুঁড় ঘর বানিয়ে সেখানেই কাটাতে চাই শেষ ক'টা দিন। কুঁড়েঘরটি ঘিরে থাকবে একটি মাধবীলতা। গুনগুন করবে ভ্রমর। করে যে ছুটি পাব? কবে আমায় সবাই বলবে, আর কিছু চাইনে তোমার কাছ থেকে। এবার তোমার ছুটি। রানি, মরতে আমার দুঃখ নেই। নিজের জীবনের জন্যে এতটুকুও ভাবিনি। তবু একটি কষ্ট আছেই রবীন্দ্রনাথের। স্বীকার করলেন রানির কাছে কেবল ভাবি, এই যে পৃথিবাকে এত ভালবেসেছি, এই তার গাছপালা আলোছায়া.........। বলতে বলতে গলার স্বর ভারী হয়ে এল রবীন্দ্রনাথের। ছলছল করছে চোখ। তিনি আর বলতে পারলেন না।

যতই কাছে আসছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবাসনেব,ততই যেন মৃত্যুকে উপনিষদের আলোয় দেখছেন তিনি। মৃত্যুর ছ'বছর আগে,১৯৩৫-এর ২৫ জানুয়ারি, চুয়াত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথ গভীর অসুস্থতার মধ্যে লিখলেন 'মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক/ তবে তাই হোক।' আর মাত্র ছ'বছর বাঁচবেন রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যুর প্রতি এখন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তার মনোভঙ্গি। আটাত্তর বছর বয়সে একটি গানে জানিয়ে গেলেন তাঁর আসন্ন অবসানের সংকেত। পশ্চিমগগনে ওই দেখা যায় শেষ রবিরেখা। তিনি নিজেকেই বলেন, 'সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার।' আর মৃত্যু এখন রবীন্দ্রনাথের অভিসারিকা। তিনিও দরজায় দাঁড়িয়ে। অভিসারিকা মৃত্যুর জন্য তিনি শেষবার খুলবেন তাঁর আধিনার দ্বার। কে আমার অভিসারিকা বুঝ বাহিরিল অজানারে খুঁজে' শেষবার মোর আঙিনার দ্বার খোলে।' ক্রমশ মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দরজায়।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

অস্তিত্বের সংকটেও বামপন্থী মুছে যাবে না

বরুণ দাস

সি পি এম কি পারবে তাদের বর্তমান কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে? এমনই এক অনির্বার্য প্রশ্ন উঠে আসছে নানাজনের মুখ থেকে। যাঁরা বাম রাজনীতির সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত কিম্বা বাম-দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক, তাঁদের চোকে-মুখেই এই আশঙ্কার চিহ্নিটি অতি প্রকট হয়ে উঠছে। এঁরা দলেরনিরলস কর্মী-সমর্থক, কোনও কিছু পাওয়ার লোভে রাজনীতি করেন না, করেন একমাত্র মানুষের প্রতি ভালোবাসার টানে, মানুষের জন্য ভালো কিছু করার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি সাধারণ বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার আন্তরিক বাসনায়।

এবং বলা বাহুল্য এঁদের অধিকাংশ নিম্নবিত্ত পরিবারের পুরুষ কিম্বা মহিলা। প্রথাগত শিক্ষাও তুলনামূলকভাবে এদের কম। আরও কম আর্থিক নিরাপত্তা। বাস্তবিক অর্থেই 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' এরা নিজেদের অস্তিত্ব কোনওরকমভাবে সমাজ-সংসারে টিকিয়ে রেখেছেন। এক কথায় বলা যায়, 'নুন আনতে পান্তা ফুরনো'-র মতোই এঁদের আর্থিক অবস্থা। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এঁরা সমাজের অন্য মানুষদের জন্য ভাবেন। শুধু ভাবেন বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না, কিছু কারর আন্তরিক চেষ্টাও করেন।

এঁরা অনেকেই হয়তবা মার্কসবাদ কী—তা গুছিয়ে বলতে পারেন না, নিয়মিত পড়েন না পার্টির মুখপত্র কিম্বা বইপত্র। লেনিনের সিলেকটেড ওয়ার্কস এরা পড়েননি, দাস ক্যাপিটাল কী—জানেন না তাও। এমনকী জানেন না রুশ বিপ্লবের সব কথাও। বড়জোর নাম জানেন মার্কস-লেনিন-স্ট্যালিন -মাও সে তুঙের। তবে এটা জানেন, অন্যান্য মতবাদ কিম্বা রাজনীতির চেয়ে বামপন্থী রাজনীতিটা অনেকটাই আলাদা। এই রাজনীতি দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বলে। তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করে।

এদের মধ্যে যাঁরা মহিলা,তাঁরা পরিবারের নানাবিধ বাধা-বিপত্ত অতিক্রম করেই রাজনীতি করেন। কারণ পরিবারের কর্তারা (প্রগতিশীল মানসিকতার হলেও) চান না তাদের স্ত্রীরা সংসারের কাজ ফেলে রাজনীতির কাজে সময় দেন। কর্তাদের পরিশ্রমটাও বেশি পরিমাণে করতে হয়। স্বামী ও পুত্র-কন্যাদের যাবতীয় ফাইফরমাশ পূরণ করেই তাঁরা রাজনীতি করেন। সুযোগ পেলেই স্বামী ও পুত্র কন্যার নানাবিধ তির্যক কথা শোনাতে পিছপা হয় না।

শিক্ষিত ও সচেতন বলে নিজেদের জাহির করা স্বামীদের এম সতর্কবাণীও রাজনীতি করা স্ত্রীদের শুনতে হয়—মনে রাখবে, আমার রোজগারের টাকায় তোমার ভরণপোষণ চলে। কিম্বা 'ঘরের খেয়ে বনেরমোঘ তাড়ানো আমার মোটেই পছন্দ নয়। নিজেদের প্রগতিশীল প্রমাণ করতে যাঁরা মার্কসবাদেরকথা বলেন, এমনকী পুরষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলেন, তাঁরাই চান না যে, ঘরের মহিলারা রাজনীতি সচেতন হোন। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। ভাণ্ডামি কিম্বা দ্বিচারিতা আর কাকে বলে।

অন্যদিকে সাধারণ নিম্নবিত্ত ঘরের যেসব পুরুষেরা বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাও কম লাঞ্ছিত হন না স্ত্রীদের কাছে। প্রতিনিয়ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাছে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়। লাল ঝাণ্ডা ফেলে একটু বাড়তি রোজগারের দিকে মন দিলে সংসারের যে আর্থিক সুরাহা হয়,তা প্রতিদিন স্বামীদের স্মরণ করিয়ে দেন স্ত্রীরা। ওসব আদর্শ-ফাদর্শ ধুয়ে জল খাবে? তার চেয়ে বরং শাসকদলের (মতবাদ যাই হোক না কেন) সঙ্গে থাকলে দু'পয়সা আয়ের পথ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে—এমন মন্তব্যও শুনতে হয় তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে।

আসলে অনেক মহিলাই চান না স্বামীরা রাজনীতি করুক। যদি না সে রাজনীতি 'আয়ের পথ' খুলে দেয়। রাজনৈতিক আদর্শ তো অনেক পরের কথা। আজকের ভোগসর্বস্ব যুগে অর্থ-উপার্জনই প্রথম ও শেষ কথা। এর বাইরে কেউ ভাবতেই ভুলে গেছেন। দেশসেবা, সমাজসেবা,প্রতিবেশীদের প্রতি সহমর্মিতা, সহ-নাগরিকদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার কথা আজ আর কেউ সেভাবে না। আজকের রাজনৈতিক দলও তার সদস্য তথা রাজনীতিকেরাও এসবকে তেমন একটা গুরুত্ব দেন না।

ফিরে আসি নিবন্ধের মূল বিষয়ে। নির্বাচনে যে কোনও দলেরই বিপর্যয় কিম্বা খারাপ অবসথা আসতে পারে। ভারতের যে প্রাচীন দলটির সামাজিক ভিত্তি আছে, দেশেরতৃণমূল স্তর পর্যন্ত সংগঠন আছে, সেই জাতীয় কংগ্রেসেও একাধিকবার প্রায় মুছে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে এবং নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ইন্দিরা গান্ধিও বিপুল জনপ্রিয়তা থেকে প্রায় শূন্যে নেমে গিয়েছিলেন এবং পরে আবার একই অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এসব কোনও গালগল্প নয়, একেবারেই বাস্তব ঘটনা যা কমবেশি আমাদের অনেকেরই জানা।

তৃণমূল কংগ্রেসও একটিমাত্র (মমতা বন্দ্যোপধ্যায় নিজে) আসন থেকে তাঁদের দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও বিধানসভায় পর পর দু'বার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো বটেই, লোকসভায়ও ৩৪টি আসন কেড়ে নিয়েছিলেন গত লোকসভা নির্বাচনে। যা এবারে নেমে এসেছে ২২-এ। ২০১৪-এর দেশ জুড়ে নমো ঝড়ও যা পারেনি, এবারঅপেক্ষাকৃত 'মিইয়ে যাওয়া' নমো-ঝড় সে দলের১২টি আসন একলপ্তে কেড়ে নিয়েছে। রাজনীতি সবসময় পাটিগণিতের হিসেব মেনে চলে না, এর রসায়নটাই স্বতন্ত্র।

রাজনীতির সেই স্বতন্ত্র ও জটিল রসায়ন যাঁরা জানেন এবং মানেন, তাঁদের অবশ্য হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। এটা তো প্রমাণিত সত্য যে, তুমুল ঝড়ও অনেক সময় যা পারে না, মিইয়ে যাওয়া ঝড় কোনও কোনও সময় তাই পারে। এই রূঢ় বাস্তবকে আমাদের মান্যতা দিতেই হবে। একে কোনওভাবে অস্বীকার করা মানে তো সত্যকেই অগ্রাহ্য করা। কোনও পোড়খাওয়া রাজনৈতিক দল কিম্বা রাজনীতি সচতেন কি তা পারেব? না, পারাটা উচিত? আমাদের মূল প্রশ্ন ঠিক এখানেই। এই প্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বামেদের আসন দশের নীচে এবং বাংলায় তা শূন্য। ২০১৪-র গত লোকসভায়ও যাদের আসন ছিল দুই এবং এবার (২০১৯-এ) তা আরও দু'তিনটি বৃদ্ধির আশা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের আশায় বরফ—ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিচ্ছেন মাননীয় নির্বাচন মণ্ডলী। একে শুধু জল ঢালা বললে বোধহয় অনেকটা কম বলা হয়, কারণ দেখা গেছে, বামপন্থীদের জামানত বিলকুল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, এবারের নির্বাচনে বামপন্থীদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ৩৫,৯৪, ২৮৩টি।

বামদের পরাজিত প্রার্থীদেরমধ্যে আছেন যাদবপুরে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, রায়গঞ্জে মহম্মদ সেলিমের মতো জাঁদরেল সিপিএম তথা বাম প্রার্থীরাও। আছেন বসিরহাটে পল্লব সেনগুপ্তের মতো যোগ্য সিপিআই প্রার্থী। অথচ দুঁদে রাজনীতিকদের সবাই শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করেছেন শাসকদলের (রাজ্যে তৃণমূল ও কেন্দ্রে বিজেপি) একেবারে আনকোরা ও অরাজনৈতিক প্রার্থীর কাছে। সিটের হিসেবে বামপন্থীরা বাংলায় একেবারে নিশ্চিহ্ন। এক প্রবীণ অর্থনীতিবিদের কথায় 'আত্মঘাতী বামপন্থী।'

এটা শুধু লজ্জারই বিষয় নয় এককালে 'বাম দুর্গ বলে কথিত রাজ্যের বাম ঘরানা বা মানসিকতার কাছ কলঙ্কের বিষয়ও। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাই। একে অস্বীকার করার সাধ থাকলেও সাধ্য কারও নেই। উল্লেখ্য, ২০১৪-তে প্রবীণ বামপন্থী রাজনীতিক বাসুদেব আচারিয়া হেরে যান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিনেত্রী মুনমুন সেনের কাছে। ভাবুন তো সংসদীয় রাজনীতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা ভোটে জিতে সংসদে যাচ্ছেন,তাঁরা আসলে কারা? সাধারণ মানুষ কিম্বা সমাজসেবার সঙ্গে তাঁদের কী -ই বা সম্পর্ক?

এ রাজ্যে বামপন্থীদের ভোট সাড়ে সাত শতাংশে নেমে গেছে একথা ঠিক। এই প্রেক্ষাপটে অনেকেই বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণভাবেই আতঙ্কিত। ২০১১-রহ পর থেকে বামপন্থীরা এ রাজ্যে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি একথাও ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বামপন্থীরা টিকে থাকবে একথা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ কতিপয় নেতার অবাঞ্ছিত পদস্থলন ঘটলেও যে সংগঠন 'আদর্শ'-এর উপরবিশ্বাসী, সে সংগঠন টিকে থাকতে বাধ্য। সে আদর্শ সবার পছন্দের নাও হতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষের তো পছন্দের বটেই। বেশিদিন আগে কথা নয়। এই তো গত এপ্রিলের ঘটনা। যাঁরা সংবাদামাধ্যমে চোখ রাকেন তাঁরা জানেন, স্পেনের সমাজতাতন্ত্রীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছেড়। 'মার্কসীয় গোঁড়ামি' ত্যাগ করে অনেকেই সময়েরসঙ্গে তালমিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন এবং তার সুফলও পাচ্ছেন। সেটা এদেশের বামপন্থীদেরকাছেও উজ্জীবিত করার ঘটনাও বটে। সুতরাং ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই।

মানমুষের সঙ্গে থাকলে ফিনিক্স পাখির মতোই আবারও জেগে উঠবে বামপন্থীরা একথা জোর দিয়েই বলা যায়। পরিবর্তন আসবেই। পরিবর্তনই প্রকৃতি ও এই জগৎ-সংসারের অনিবার্য নিয়ম। ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে এই যা। সে সময়টুকু দিতে হবে বৈকি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মানুষেরওপর অশ্রদ্ধাভাব পোষণ করাও অন্যায়। মানুষই ভুল করে। মানুষই অন্যায় কের। সেই ভুল ও অন্যায় করা মানুষই আবার নিজেদেরকে সংশোধন করে। ঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টাও করে।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির বয়স প্রায় একশো হতে চলল। কংগ্রেস নামক দলটির পরই তার স্থান। শতবর্ষের কোনও রাজনৈতিকদলকখনও উঠে যেতে পারে? যারশিকড়বাকড় মাটির প্রত্যন্ত প্রদেশ ছড়িয়ে যায়, যার ডালপালা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে কি বরাবরের জন্য ধ্বংস করা এতই সহজ? কিম্বা সে কি রাতারাতি বিলুপ্তির পথে পা বাড়াতে পারে? না বাড়ানো সম্ভব? সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ঝনঝাপটা আসবেই । তাকে অতিক্রম করার সাহস কিম্বা যোগ্যতা বামপন্থীদের আছে।

একটা-দুটো নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে একটা প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব রক্ষা কিম্বা অস্তিত্বহীনতার বিষয়টি কোনওভাবেই বিচার্য হতে পারে না। এদেশে যতদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-শোষণ-নিপীড়ন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বামপন্থীদের প্রাসঙ্গিকতাও অস্তিত্বও বজায় থাকবে। নিশ্চিত। কারণ একমাত্র প্রকৃত বামপন্থীরাই শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পাশ দাঁড়ানোর মানসিকতা রাখেন। তাদের শোষণ নিপীড়নের অবসান ঘটাতে প্রতিরোদ আন্দোলনে সামিল হন। একথা অস্বীকার করবে কে?

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটমস্যান)

রবিবার ত্রিপুরা এডুকেশন সোসাইটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

ক্ষুদিরামের জন্ম ভিটেকে হেরিটেজ করার প্রস্তাব, সাজাতে বরাদ্দ অর্থ

কেশপুর, ১১ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১২ তম আত্ম বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করল প্রশাসন। এই প্রথম এই দিবস ও শহীদকে মর্যাদা দিয়ে সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা বিলির আয়োজন করা হল তার জন্ম ভিটেতে। কেশপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই দিবসের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান মূলত সরকারি পরিষেবা বিলিতে পরিণত হয়। ক্ষুদিরামের আত্মোতর্গের ইতিহাস স্মৃতিচারণা করে কেশপুরে শান্তি রক্ষার আহ্বান জানান শুভেন্দু অধিকারী ।

রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের মোহবনীতে সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষুদিরামের জন্মভিটাতেই ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ব্লক প্রশাসন ও শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি। সেখানেই শুভেন্দুবাবু বলেছেন, শুনতে খারাপ লাগে, যেখানে ক্ষুদিরামের মতে বীর বিপ্লবী জন্মেছিলেন, পাশেই ঘাটালে বিদ্যাসাগর জন্ম নিয়েছিলেন সেখানে কেন দখলের রাজনীতি হবে। কেন শুনতে হবে আমি ঘরছাড়া। কেন শুনতে হবে আমি হাসপাতালে। কেনই বা পুলিশকে দিয়ে শান্তি রক্ষা করতে হবে। তিনি এলাকার মানুষের কাছে আহ্বান জানান, আসুন শপথ নিই, সবাই আমরা বাড়ীতে থাকব। সব দল থাকবে। সবাই ভাল কাজ করব। মানুষ একটা গ্রহণ করবে আর একটা বর্জন করবে। আমরা উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় নামব।'

উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর কেশপুরের জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কেশপুরেরও বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেধেছিল। ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি বহু মানুষ ঘরছাড়াও হয়েছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে শুভেন্দু অধিকারী ক্ষদিরামের জন্মভিটেকে হেরিটেজ ঘোষনার উদ্যোগের কথা জানান । এর আগে জন্মভিটায় পাঠাগার নির্মাণেও অর্থসাহায্য করেছিলেন তিনি। এদিনও তিনি সেখানে অডিটোরিয়াম তৈরির কাজ শুরু করার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণাও করেন। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য তিনি জেলাশাসককে অনুরোধও জানান। তিনি এদিন বলেছেন, ' এতবড়ো বিপ্লবীর জন্মনভিটেকে হেরিটেজ করার কথা জানাবো পর্যটন দফতরকে । ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটির দীর্ঘদিনের আবেদন ছিল অডিটোরিয়াম ও গেষ্ট হাউস নির্মাণের। যাতে আমরা একদিন আগেই এখানে চলে আসতে পারি। তাহলে সকালে প্রভাতফেরীতেও অংশ নিতে পারব। সবই ধীরে ধীরে হবে।'

ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সাংসদ মানস ভুঁইয়্যা নেড়াদেউল থেকে মোহবনী পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের আর্জি জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন সভাধিপতি উত্তরা সিংহ, জেলাশাসক রশ্মি কোমল, পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার, সহ সভাধিপতি অজিত মাইতি, বিধায়ক আশিষ চক্রবর্তী,শিউলি সাহা, শ্রীকান্ত মাহাতো, মহম্মদ রফিক, প্রমুখ।

দক্ষিণ শালমারায় গরুর বাজার নেই ঈদের অজুহাতে পার্শবর্তী মেঘালয়ে আকাশছোঁয়া গবাদি পশুর দাম

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : কাল সোমবার ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পালন করবেন পবিত্র ঈদ-উদ-জোহা। সমগ্র বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা গরু, মোষ, পাঁঠা, উট, দুম্বা-সহ বিভিন্ন ধরনের পশুসম্পদ কোরবানি দিয়ে উচ্ছলতার সঙ্গে উদযাপন করবেন ঈদ পর্ব।

কিন্তু ঈদ-উদ-জোহার অজুহাতে এবার গরু বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে কোরবানির পশুসম্পদ। নিম্ন অসমের একেবারে শেষ প্রান্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার হাটশিঙিমারি-মানকাচরে কোনও গরুর বাজার না থাকায় জেলার মুসলমানদের কোরবানির গরু কিনতে যেতে হচ্ছে পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয় থেকে। মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার হলিডেগঞ্জে গত প্রায় তিন-চার বছর ধরে একটি গরুর বাজার চলছে। ওই বাজারই এখন হাটশিঙিমারি জেলার মুসলমানদের একমাত্র ভরসা। কোরবানির গরু কিনতে গিয়েছিলেন ফুলেরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি বক্কার প্রধানি। ফিরে এসে তিনি সাংবাদিকদের জানান, মেঘালয়ে গরু কিনতে গিয়ে প্রচণ্ড হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে জনসাধারণের। একদিকে চড়া দাম অন্যদিকে হয়রানি।

তিনি জানান, গত প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা সদরের খারুয়াবান্ধা সাপ্তাহিক হাতে গরুর বাজারছিল। সে সময় মানুষ সহজে কোরবানির জন্য গরু-মোষ, পাঁঠা ইত্যাদি কিনতে পারতেন। কিন্তু প্রশাসন বাজারটি বন্ধ করে দেওয়ায় এখন সাধারণ জনতাকে চরম লাঞ্ছনা শিকার করেও সংলগ্ন মেঘালয়ে গিয়ে কিনে আনতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, কোনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার ২০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও গরুর বাজার থাকতে পারবে না। এই নিয়মের বলেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বের হাটশিঙিমারির গরু বাজারটি চার-পাঁচ বছর আগে তুলে দিয়েছে প্রশাসন। অথচ এই হাটশিঙিমারি বাজার থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ৩.৫ কিলোমিটার দূরবর্তী মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড়ে একটি চক্র গরুর বাজার খুলে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠেছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে মেঘালয়ে যদি পুলিশের সামনে এভাবে গরুর বাজার চলতে পারে তা-হলে অসমের হাটশিঙিমারিতে কেন নয়?

দীঘায় বেড়াতে এসে বাজ পড়ে মৃত্যু এক পর্যটকের, আহত আরও একজন

দীঘা, ১১ আগস্ট (হি.স): দীঘায় বেড়াতে এসে বাজ পড়ে মৃত্যু এক পর্যটকের, আহত আরও একজন ঊ রবিবার বেলার দিকে তাঁরা দীঘা ছাড়িয়ে ওড়িশার উদয়পুর সি-বিচে স্নান করতে যায়। সেখানেই আচমকা বাজ পড়ে আহত হন আরও এক পর্যটক ঊকলকাতা সহ বিভিন্ন এলাকায় থেকে শনিবার দীঘায় বেড়াতে এসেছিল একদল পর্যটক। রবিবার বেলার দিকে তাঁরা দীঘা ছাড়িয়ে ওড়িশার উদয়পুর সি-বিচে স্নান করতে যায়। সেখানেই আচমকা বাজ পড়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন আরও এক পর্যটক, এবং আহত হন সঙ্গে থাকা আরও একজন। কিন্তু তাঁদের উদ্ধার করে আনার সময় চরম বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাঁদের সঙ্গীদের।

কারন, এই আহতদের নিয়ে আসতে হলেলাইনে থাকা ভ্যান বা টোটোতেই চড়তে হবে। এই নিয়েই আবার শুরু হয়ে যায় ভ্যান ও টোটো চালকদের মারামারি। সেই সময় ঘটনাস্থলে ওডিশা পুলিশের এক কর্মী এলে তাঁর অনুনয় বিনয় করে পর্যটকরা। রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা চালান তাঁরা। কিন্তু ওডিশার ওই পুলিশ কর্মী সাফ

ছয়ের পাতায়

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে মেয়র প্রফুল্ল জিৎ সনহা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

"কয়লা মাফিয়া" যোগদানের অভিযোগে দুর্গাপুরে বিজেপির জনসভায় চেয়ার ছুড়ল কর্মীরা

দুর্গাপুর, ১১ আগষ্ট(হি.স.): লোকসভা ভোটের পর থেকেই বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। আর এই বেনোজলে চরম বেকায়দায় শিল্পাঞ্চল বিজেপি। খোদ চিন্তন শিবিরে শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে বিক্ষোভ দেখাল দলের একাংশ। দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোব উগরে দিলেন। আবার জনসভায় "কয়লা মাফিয়া" যোগদানের অভিযোগে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল একদল কর্মী। সব মিলিয়ে চরম অস্বস্তিতে শিল্পাঞ্চল বিজেপি।

দুর্গাপুরে বিজেপি দুদিনের চিন্তন শিবিরের রবিবার ছিল শেষদিনের বৈঠক।শিবির চলাকালীন ওই হোটেলের বাইরে পিন্টু সেন নামে এক বিজেপিকর্মী তার অনুগামীদের নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। তিনি বলেন,' দলের জেলা সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুই পরোক্ষভাবে কাটমানি খেয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন ও দলের পুরানো নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে প্রমোটার, হোটেল ব্যাবসায়ীদের নিয়ে রাজনীতি করছেন।' বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে যে হোটেলের সামনে চিন্তন শিবির চলছিল তার বাইরে পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপির জেলা সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুই কে সরানোর দাবী ওঠে জোরালোভাবে। পিন্টুবাবুর অভিযোগ, তিনি ১৯৯০ সাল থেকে বিজেপি করছেন। দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী হয়েছিলেন।তার মত পুরানো বিজেপি নেতা কর্মীরা আজ বঞ্চিত। এখন দলের দুর্দিনের সাথীদের ভুলে গিয়ে প্রমোটার, হোটেল মালিক, কম্পিউটার দোকানের মালিকদের নিয়ে দল করছেন।' একই সঙ্গে আবার এদিন বিকালে জনসভা হয় দুর্গাপুর গান্ধী মোড় ময়দানে। সেখানে বৃষ্টির জন্য খানিকটা সভার ব্যাঘাত ঘটলেও সুভাষ সরকার, বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরীদের মত নেতারা বক্তব্য রাখেন।

শেষ লগ্নে তৃণমূল, কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগদানও করে। আর তাতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

বারাবনির তৃণমূল বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের আত্মীয় মলয় উপাধ্যায়ের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিতেই চেয়ার ছোড়া শুরু হয় সভায় থাকা কর্মীদের। ব্যারিকেড ভেঙে মলয় উপাধ্যায় ও লক্ষন ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে। যদিও চাক্ষুস করা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী বলেন,' দলে যে কেউ আসতে পারে। বিজেপি একটা জ্বলন্ত উনন। এখানে ঠিক উননে চাপানোর মতো, বিজেপিতে আসলে খাদ (বদগুন) থাকলে বেরিয়ে যাবে। না হলে দল ছেড়ে চলে যাবে।' আবার রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন,' বিজেপিতে সবার কথা শোনা হয়। সমাধান আছে। এভাবে যারা বিক্ষোভ দেখায়, তারা তৃণমূলের। হয় তারা বিজেপিকে না বুঝে এসেছে। না হলে বিজেপিকে বুঝতে পারেনি। এরকম হলে পার্টিতে থাকতে পারবে না।

স্মৃতির আড়ালে ক্ষুদিরামের গোপন আস্তানা ছেঁন্দাপাথর

বাঁকুড়া, ১১ আগস্ট (হি.স.): শহীদ ক্ষুদিরামের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের গোপন আস্তানা ছেঁন্দাপাথর এখন স্মৃতির আড়ালে।বৃটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা জঙ্গলঘেরা এই গোপন আস্তানায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ, বোমা তৈরীর কৌশল প্রশিক্ষণ চালাতো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এই ছেঁন্দাপাথরের কথা সেভাবে স্থান না পাওয়ায় নতুন প্রজন্মের কাছে তাআজও আজানা রয়ে গেছে।

বাঁকুড়া সদর থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে বারিকুল থানার অন্তর্গত জঙ্গল ঘেরা অঞ্চল ছেন্দাঁপাথর।পাথুরে, রুক্ষ এলাকা। নির্জন এই স্থানটিকে গোপন কার্যকলাপের সুরক্ষিতস্থান হিসাবে বিপ্লবীরা স্থির করলেন কি ভাবে? এর উত্তর পেতে পিছনে ফিরে যেতে হবে।সালটা ১৯০৬। অভিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়িয়া।সেখানের জমিদার দিগম্বর নন্দ বিদ্যানিধি। স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের জন্য সারা বাংলা উত্তাল।ঘরে ঘরে স্বদেশী আন্দোলনের রেশ। যুব সমাজ এগিয়ে এলে বৃটিশদের দমন পীড়ন বাড়তে থাকে।অনুশীলন সমিতির সদস্যরা বৃটিশদের নজরে।তাদের নজর এড়িয়ে বৈপ্লবিক কাজ কর্ম করার সুরক্ষিত আস্তানা খোজ শুরু হোল। দিগম্বর নন্দ বিদ্যানিধির উপর ভার পড়লো।তার সাথে যোগাযোগ হোল বাঁকুড়ার অম্বিকানগরের জমিদার বিপ্লবী রাইচরন ধবলদেবের । রাইচরনও স্বদেশী কাজে যুক্ত ছিলেন।তিনিই বেছে নেন ছেন্দাঁপাথরকে।এখানেই গড়ে তোলা হোল গোপন আস্তানা।এই পাথুরে এলাকার ভিতরে রয়েছে গভীর গুহা।এই গুহাতে চললো বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ, পিস্তল চালানোর প্রদ্ধতি।অনুশীলন সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য ক্ষুদিরামের যাতায়াত ছিল এখানে। দিনের পর দিন কেটেছে এই আস্তানায়।

১৯০৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটানা প্রশিক্ষণ চলে বলে জানা যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর এই স্থানটি পাথর দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।স্থাপিত হয় ক্ষুদিরামের আবক্ষ মূর্তি।উৎসুক মানুষ ছাড়া বিশেষ কেউ এখানে আসে না।আক্ষেপ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এক সময় মাওবাদীদের কাজকর্মের জন্য বারিকুল সংবাদের শিরোনামে স্থান পায়, কিন্তু ক্ষুদিরামের কর্মস্থল হিসাবে পরিচিতি পায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষুদিরাম মাহাতো বলেন, বঙ্গ ভঙ্গের সময় ক্ষুদিরাম এখানে আসতেন। জঙ্গলের ভিতরে গুহা রয়েছে, এখন তা পাথর দিয়ে ঢাকা।ভিতরে কি আছে তা কেউজানি না উ এই গুহার বিস্তৃতি কতদূর জানি না, তবে ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করলে আওয়াজ ভেসে আসে।

ছেন্দাঁপাথর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মানস মুখার্জি জানান, এখানে এসে জানলাম ক্ষুদিরাম বসু সহ বিপ্লবীরা এখানে আসতেন, গোপন আস্তানায়অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। জেলা শাসক ডা উমাশঙ্কর এস জানিয়েছেন, এলাকাটি জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এখানে পর্যটক টানতে চিন্তা ভাবনা চলছে।

রবিবার সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা আয়োজিত করে সাফাই অভিযান। ছবি- নিজস্ব।

কংগ্রেসের চাইতে গান্ধী পরিবার বেশী বিপন্ন, দুর্গাপুরে বললেন দিলীপ ঘোষ

দুর্গাপুর, ১১ আগষ্ট(হি.স.): "কংগ্রেস থাকলে পরিবার থাকবে,আর পরিবার থাকলে কংগ্রেস থাকবে। কংগ্রেসের চাইতে এখন গান্ধী পরিবার বেশি বিপন্ন। এরা বাইরের লোককে মর্যাদা দেয়নি, তাই নুতন নেতা আসেনি।' রবিবার চিন্তন শিবির থেকে কংগ্রেস তথা গান্ধী পরিবারকে খোঁচা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। একই সঙ্গে আমলা বদলি নিয়ে বড়সড় অভিযোগ তুললেন রাহুল সিনহা।

প্রসঙ্গত, আগামী বিধানসভাকে পাখির চোখ করে দুর্গাপুর দুদিনের চিন্তন শিবির শুরু হয়েছে বিজেপির। রবিবার ছিল শেষ দিন। এদিন শিবির শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩২ লক্ষ্য কম্পিউটারে নথীভুক্ত হয়েছে। গত ৪ তারিখ পর্যন্ত ৫২ লক্ষের মতো হিসাব এসেছে। লক্ষ্য আছে ১ কোটির বেশী। উত্তর প্রদেশের পরই স্থান রয়েছে বাংলার।"

উল্লেখ্য, শনিবারই প্রদেশ কংগ্রেসের পুনরায় সভাপতি হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। এদিন সে প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ খোঁচা দিয়ে বলেন, 'কংগ্রেস থাকলে পরিবার থাকবে। আর পরিবার থাকলে কংগ্রেস থাকবে। কংগ্রেসের চাইতে এখন গান্ধী পরিবার বেশি বিপন্ন। এরা বাইরের লোককে মর্যাদা দেয়নি, তাই নুতন নেতা আসেনি।'

অন্যদিকে, রাজ্য তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমন করেছেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাহুল সিনহা। এদিন তিনি বলেন,' প্রশান্ত কিশোর অ্যান্ড কোম্পানি এখন শুধুমাত্র তৃণমূল দল পরিচালনা করছেন না। তারা সরকারি কার্যালয়ে বসে আইএএস ও আইপিএস অফিসারদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশান্তময়। নবান্নে বসে প্রশান্ত কিশোর এণ্ড কোম্পানি দল চালাবে এ মানা যায় না।'

তিনি আরও বলেন,' প্রশান্ত কিশোরের কথা না শুনলে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে আইএএস, আইপিএস আধিকারিকদের। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেব জনমত আদায় করব। আন্দোলনে নামব।

সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে পাথারকান্দির জনগণ নিজেরাই তৈরি করলেন গ্রামের সড়ক

পাথারকান্দি (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে এবার পাথারকান্দির মন্ত্রীগ্রামের জনতা সম্মিলিতভাবে তৈরি করলেন তাঁদের নিত্য যাতায়াতের রাস্তা। কাদায় ভর্তি, ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই তাঁরা নিত্যদিন চলাচল করেন। সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে গ্রামের মানুষ বারকয়েক স্থানীয় বিধায়কের শরণাপন্ন হয়েছেন। কাজ হয়নি এতটুকু।

অবশেষে নিজেদের সমস্যা নিরসন করতে মন্ত্রীগ্রামের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ইয়ং ব্রিগেড এবং এলাকার অন্যান্য সামাজি ক সংগঠনের কর্মকর্তারা চাঁদা সংগ্রহ করে জমাকৃত টাকা ও জনগণের কায়িক শ্রমে গ্রামের রাস্তায় মাটি ভরাট করে মোটামুটি চলাচলের উপযুক্ত করে তুলেছেন। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও তাঁদের চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের ঘটনা লজ্জাজনক।

প্রসঙ্গত, বন্যায় বিধ্বস্ত এই গ্রামে এসেছিলেন রাজ্যের জলসম্পদমন্ত্রী, কেশব মহন্ত। তিনি বলেছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব রাস্তাটি তৈরি করে দেওয়া হবে। কিন্তু এক বছরের বেশি হয়ে গেছে, মন্ত্রীর 'শীঘ্র' আশ্বাসের ফসল লাভ করেননি মন্ত্রীগ্রামের মানুষ। তাঁদের অনেকে বলেছেন, সরকারের কোনও আধিকারিক দূর, কোনও কর্মচারী এসে খোঁজ নেননি বন্যাবিধ্বস্ত রাস্তাটি।

প্রসঙ্গত, পাথারকান্দির ডেঙ্গারবন্দ গ্রামের উত্তর প্রান্তের আসাইঘাট সলগই রাস্তাও বেহাল। গণ দাবি থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ হয়নি দক্ষিম আসাইঘাট ফেরি, পেঁচারঘাট ও কয়লাঘাট ফেরির পাকা সেতু। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনক্ষোভ বেড়ে চলছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সকাল-সন্ধ্যায় চিজ টোস্ট

সকালটা আমাদের দারুণ ব্যস্ততায় কাটে। সবার জন্য নাস্তা তৈরিতে বেশ খানিকটা সময় প্রয়োজন হয়। আবার সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যায়ও চাই হালকা কোনো খাবার। প্রতিদিন একই ধরনের আইটেম পছন্দ করেন না অনেকেই। তাই পরিবারের সবার খাবারের বাদ বদলে দিতে খুব দ্রুত তৈরি করতে পারেন এমনই পুষ্টিকর ও মজার নাস্তার রেসিপি আজ আপনাদের জন্য ঃ

চিজ টোস্ট

উপকরণ ঃ পাউরুটি ৮ টুকরো, লাল, হলুদ, সবুজ ক্যাপসিকাম কুচি ১ কাপ, টমেটো কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, চিজ (পনির) গ্রেট আধা কাপ, শুকনা মরিচ টেলে গুঁড়ো করা পছন্দ মতো।

যেভাবে করবেন ঃ ছোট কিউব করে ক্যাপসিকাম ও পেঁয়াজ কেটে নিন। পাউরুটির ওপরে সবজি ও পেঁয়াজ দিয়ে চিজ দিন। এবার ওভেনে দিয়ে চিজ গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মরিচ গুঁড়া ও পছন্দের সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বাচ্চাদের টিফিনে এই টোস্ট দিতে চাইলে মুরগির বুকের মাংস, গাজর, বেবিকর্ন যোগ করতে পারেন।

ভেজিটেবল লোফ

উপকরণ ঃ মাখল ২ টেবিল চামচ, গাজর কুচি ১ কাপ, স্কোয়াশ কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, ময়দা আধা কাপ, মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, আধা চা চামচ মৌরি, ধনিয়া পাতা কুচি ১ চা চামচ, আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, ডিম ৬টি, আধা কাপ নারকেল দুধ, আধা চা চামচ বেকিং পাউডার, লবণ স্বাদ মতো। ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ১০ মিনিট ওভেন প্রিহিট করুন।

প্রণালী ঃ মাখন একটি পাত্রে নিয়ে হালকা তাপে গরম করে নিন। এবার গাজর, পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নিন। সবজিতে মৌরি, লবণ এবং মরিচ নামিয়ে ঠাণ্ডা করুন। একটি পাত্রে ডিম এবং নারকেল দুধ বিট করে ময়দা ও বেকিং পাউডার মেশান। ময়দার মিশ্রণে সবজি দিয়ে মিশিয়ে নিন। পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে ৪৫ মিনিট বেক করুন। ওভেন থেকে বের করে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। পিস করে সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

ফুলকপি, ব্রকলি, টমেটো, পেঁয়াজ, কলি, ক্যাপসিকাম পছন্দমতো যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যায়ামে করলে দীর্ঘজীবন

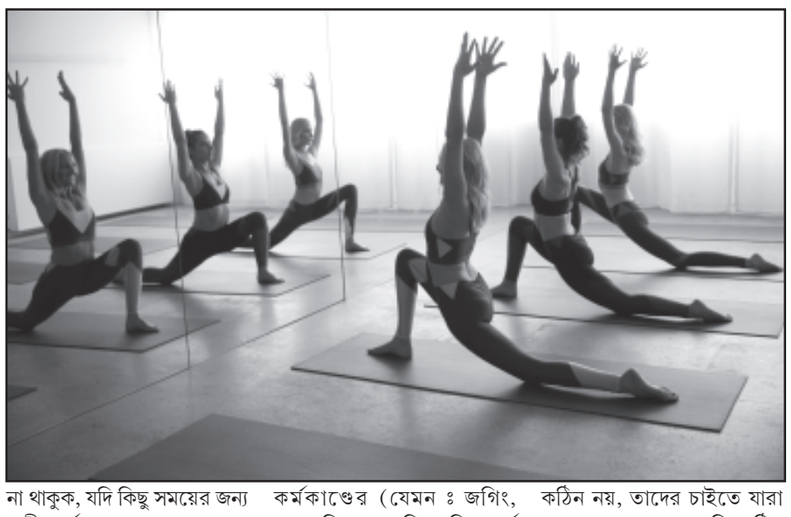

অনেকদিন ধরেই ব্যায়াম শুরু করবেন বলে ভাবছেন? অথবা প্রতিদিনই ভাবছেন আগামীকাল 'মর্নিং ওয়াক'য়ে যাবেন। তাহলে আর দেরি নয়, আজ থেকে শরীরচর্চায় শুরু করুণ। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে অল্প পরিমাণে হলেও বলিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের উপর করা অস্ট্রেলিয়ার এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেচে শারীরিক কর্মকাণ্ডের কারণে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা এবং ঘাম তৈরি হয় যা সময়ের আগে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের জেমসবুক ইুনিভার্সিটির প্রধান গবেষক ক্লাউস গিবেল বলেন, "শারীরিক কর্মকাণ্ড যে কোনো বয়সের নারী ও পুরুষের জন্য সুফল বয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রাযোজ্য এবং এককভাবে পুরো সময় জুড়ে কর্মক্ষম রাখে। তিনি আরও বলেন, "গবেষণার ফলাফলে দেখা গেচে, আপনি মোটা হন বা না হন এবং আপনার হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস থাকুক বা না থাকুক, যদি কিছু সময়ের জন্য শরীরচর্চা করা যায় তবে দীর্ঘজীবন পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য সুফল ঘষে আনতে পারে। জরিপ চালানোর জন্য গবেষকরা ছয় বছর ধরে ২ লাখ ৪ হাজার ৫১২ জনকে অনুসরণ করেন। আর সীমিত শারীরিক কর্মকাণ্ডে (যেমন ঃ হালকা পাতলা সাঁতার, হালকা টেনিস খেলা বা গৃহস্থালী কাজ) জড়িতদের সঙ্গে বলিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের (যেমন ঃ জগিং, অ্যাবেবিক্স বা প্রতিযোগিতাপূর্ণ টেনিস খেলা) সঙ্গে জড়িতদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন। যাদের কর্মকাণ্ড খুব বেশি খাটনিকর নয় এবং যারা শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি মাত্রায় কঠিন কর্মকাণ্ডে জড়িত -এরকমভাবে অংশগ্রহকারীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে গবেষণা চালানো হয়। দেখা গেছে যাদের কর্মকাণ্ড বেশি কঠিন নয়, তাদের চাইতে যারা শতকরা ৩০ ভাগ বেশি কঠিন কর্মকাণ্ড করেন তাদের মৃত্যুর হার শতকরা নয় ভাগ কম। আর সেই সময়ের মধ্যে যাদের শরীরচর্চার রুটিন শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি কঠিন ছিল তাদের মৃত্যুর হার ১৩ শতাংশ কমেছে। জেএএমএ ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিন জার্নাবে এই গবেষণা প্রকাশিত হয়।

ডেকোরেটিভ বিস্কুট

শিশুদের পাশাপাশি বড়দের জন্যেও ঘরে তৈরি করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

উপকরণ ঃ ময়দা ১৮০ গ্রাম কর্নফ্লাওয়ার ২০ গ্রাম। মাখন ১০০ গ্রাম। আইসিং সুগার ৫০ গ্রাম। ডিম ১,২টি। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ । সুগার স্প্রিঙ্কেল সাজানোর জন্য (বাজডারে পাবেন)। চকলেট চিপস সাজানোর জন্য (বাজারে পাবেন)।

পদ্ধতি ঃ বাটার ও আইসিং সুগার বিটার মেশিন দিয়ে বিট করুন। ক্রিমের মতো হলে ডিম মিশিয়ে ভ্যানিলা এসেন্স যোগ করুন। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে দিন।

খুব বেশি সময় নিয়ে মাখানো যাবে না। মিশ্রণটা একটা পরিষ্কার পলিথিনে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন ৩০ মিনিট। বেইকিং ট্রেতে মাখন লাগিয়ে তার উপরে বেইকিং পেপার বিছিয়ে দিন। ফ্রিজ থেকে মিশ্রণ বের করে, ময়দা দিয়ে বেলে নিন। বিভিন্ন নকশা কাটার (বাজারে পাবেন) দিয়ে বিস্কুট কেটে, বেইকিং ট্রেতে বসিয়ে দিন যে কয়টা আঁটে। বিস্কুটের উপরে হালকা করে ডিম রাশ করে, সুগার স্প্রিঙ্কেল বা চকলেট চিপস ছড়িয়ে দিন। ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেইক করুন। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন। বেইকিংয়ের পরে, চাইলে গলানো চকলেটে বিস্কুট গড়িয়ে নিয়ে ডেকোরেশন করতে পারেন।

মা এবং সন্তানকে শরীর সুস্থ থকারা পরামর্শ

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, * ১০০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, * ১০০ শতাংশ টীকাকরণ, * প্রাক্‌প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পরীক্ষা, * সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রকোপ হ্রাস, * কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে মূলত টীকাকরণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির উপর সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

টীকাকরণ কর্মসূচি ঃ জাতীয় টীকাকরণ কর্মসূচির অধীনে সমস্ত শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের টীকাকরণ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ টীকাকরণের (০-১১ মাস) হার ৮৮ শতাংশ।আমাদের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ টীকাকরণ সুনিশ্চিত করা।

প্রাক্ প্রসব পরীক্ষা ঃ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রাক্‌প্রসব পরীক্ষা। যেমন গর্ভবতী মায়ের ওজন পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিন, ইউরিন, অ্যালবুমিন ও সুগার টেস্ট, রক্তচাপ ও অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের দু'বার টিটেনাস টক্সায়েড বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত রক্তাল্পতা দূর করাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোকে ১০০ টি আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ঃ প্রসূতি মা ও নবজাত শিশুর মৃত্যুর হার কমানো এবং নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসবের হার ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮৯ শতাংশ।

মায়ের ঘর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দূরতম এলাকাগুলোতে বসবাসকারী গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদে সন্তান প্রসবের সুবিধার্থে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের দিকে আগ্রহী করে তুলতেই এই উদ্যোগ। প্রসবের নির্দিষ্ট দিনের দু'তিন দিন আগেই গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে এনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সঙ্গে একজন আত্মীয় বা সহযোগীও থাকতে পারেন। তাদের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব সরকার বহন করে। গণ্ডাছড়া, ছামনু , করবুক ও কাঞ্চনপুর এই ৪টি হাসপাতালে মায়ের ঘর রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আনন্দবাজার, দশদা, মানিকপুর, মনুবংকুল, শিলাছড়ি ও সাব্রুমে ৬টি মায়ের ঘর চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জননী সুরক্ষা যোজনা ঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করলে এই কর্মসূচির অধীনে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি পরিবারভুক্ত মহিলা এবং সাধারণ শ্রেণির ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী যে কোনও মহিলা যথাক্রমে ৬০০ টাকা (শহরাঞ্চলে) এবং ৭০০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে) পান। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মহিলা বাড়িতে প্রসব করলে ৫০০ টাকা পান। ২০১৫-১৬ সালে ১৬৮৬৩ মহিলা এর সুবিধা লাভ করেছেন।

জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম ঃ এই প্রকল্পে রয়েছে বিনামূল্যে সমস্ত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা, ঔষধপত্র এবং প্রসবের ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা সহ রুগ্ন ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতকের এক বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা। গর্ভবতী মায়ের প্রসবের ক্ষেত্রে ওষুধপত্র সহ চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার কর্তৃক বহন করা হয়। হাসপাতালে থাকাকালে রোগনির্ণয় সম্পর্কিত সমস্ত রকম পরীক্ষা করা হয়। এই পরিষেবার সুযোগ রাজ্যের সমস্ত অংশের গর্ভবতী মা এবং রুগ্ন ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ নবজাতক পাবেন। প্রসব পরবর্তী মায়ের যত্ন ও পরিষেবা ঃ প্রসবের পর মাকে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম পরীক্ষা, সপ্তম দিন দ্বিতীয় পরীক্ষা এবং ছয় সপ্তাহ পর তৃতীয় পরীক্ষা করানোর বন্দোবস্ত বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রয়েছে। জন্মের পর নবজাতকের স্বাস্থ্যের যত্ন (হোম বেসড নিউ নেটাল কেয়ার) ঃ নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য আশাকর্মীরা জন্মের পর ১ম (বাড়িতে হলে) তৃতীয়, সপ্তম, চোদ্দোতম, একুশতম, এবং বিয়াল্লিশতম দিনে বাড়িতে গিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করে এবং রুগ্ন হলে প্রয়োজনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশুকে প্রেরণ করে।

সাপ্তাহিক আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ ঃ শিশুদের সুস্থ ও সবল রাখতে আয়রনের (লোহার) মাত্রা সঠিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হয়। প্রতি সোমবার শিশুদের একটি করে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। সরকারি স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে আয়রন (আই এফ এ) ট্যাবলেট প্রতি সপ্তাহে প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২,৫৭,৩২০ বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ কিশোরীদের ১,৩৩,৮০,৭৪৪ আই এফ এ ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দফতরকে যুক্ত করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ঃ এই কর্মসূচির অধীনে সন্তান উৎপাদনের সক্ষম পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই অস্থায়ী এবং স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ২৭৩৭ জন মহিলাকে বিনামূল্যে স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ এবং ২৭ জন পুরুষের নির্বীজকরণ করানো হয়েছে।

গর্ভবতী মা ও শিশুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার প্রক্রিয়া (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ট্রেকিং সিস্টেম) ঃ মা এবং শিশুর মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনফরমেটিক সেন্টারের সঙ্গে কারিগরী সহায়তায় জাতীয় মিশনের অধীনে মা ও শিশুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার পদ্ধতি বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের চিহ্নিত করার ফলে তাদের প্রাক্ প্রসব পরীক্ষা, হাসপাতালে প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী পরীক্ষা সুনিশ্চিত করা যায়। একইভাবে শিশুদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে তাদের সঠিক সময়ে টীকাকরণ সুনিশ্চিত করা যায়। এম পি ডব্লুওদের কাজের ভার কমাতে তাদের কাজকে সরলীকরণ করতে এবং কাজের মান উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুসংহত আর পি এইচ রেজিস্টার (গ্রাম পঞ্চায়েত/এ ডি সি/ ওয়ার্ড অনুসারে) তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেকটি হাসপাতালে ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে বিষক্রিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরামর্শ

আমরা যেসব খাবার গ্রহণ করি তার মধ্যে নানারকম ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া থাকে যা পেটে গিয়ে সংক্রমণ হয়ে পেট ব্যথা ও বমি হতে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়ি। যে কি করব। কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান অবশ্য আমাদের ঘরেই মজুত থাকে। পেটের ব্যথা ও সংক্রমণ কমানোর কয়েকটি ঘরোয়া সমাধান এখানে বাতলে দেওয়া হল—

জিরে ঃ খাবারের বিষক্রিয়ার ফলে তৈরি অস্বস্তি ও প্রদাহ থেকে আরাম দিতে সাহায্য করে জিরে। এই সময় মাঝে মাঝে জিরে মুখে রেখে চিবানো যেতে পারে অথবা জিরে ভেজানো জল করে সেটা ছেঁকে খেতে পারেন। অথবা এক কাপ জলে এক টেবিল চামচ জিরে নিয়ে ফোটান। চাইলে এতে এক চামচ,ধনের রস ও সামান্য নুন মেশাতে পারেন। সমস্যা কমাতে দিনে দুইবার করে চায়ের মতো পান করুন।

মধু ঃ ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস দূর করতে মধুর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। মধু একদিকে যেমন হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে, তেমনি অন্যান্য বিষক্রিয়া থেকে তৈরি সমস্যার সমাধানের খুব কার্যকর।

প্রত্যহ সকালে এক টেবিলচামচ মধু খান। এটি শরীরের অত্যধিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করে যা পেটের সমস্যা, বদহজম, পেটফাঁপার সমস্যা দূর করে।

কলা ঃ ডায়েরিয়া ও ক্রমাগত বমি হতে থাকলে শরীরের পটাশিয়াম লেভেল নিচে নেমে যায়। যার মাত্রা ঠিক রাখতে কলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি কলা শরীরের দ্রুত এনার্জিও জোগায়। চাইলে দুটি কলা চটকে জল ও দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।

দই ও মেথি বীজ ঃ দইতে রয়েছে প্রো বায়োটিক উপাদান, যা অন্ত্রের খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দূর করে। মেথির বীজ পেটের অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। দইয়ের ভালো ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর এক টেবিল চামচ মেথির বীজ নরম না হওয়া পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখুন। এরপর এক টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিন কিছুক্ষণ পর পর কয়েকবার খেতে থাকুন। পেটের অস্বস্তি কমবে।

কমলালেবুর রস ঃ কমলালেবুর রসে খনিজ উপাদান, ভিটামিন সহ নানা অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা শরীরের রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার সমস্যা কমাতে এই ফলটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছয়টি কমলালেবু ব্লেন্ডারে রস করে তার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ কর্নস্টার্চ সিরাপ মেশান। দিনে কয়েকবার অল্প অল্প করে এই জুস পান করুন। পেটের অস্বস্তি কাটবে। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সমস্যা সমাধান হবে।

শান্ত কাশ্মীরে ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সাধারণ মানুষ

শ্রীনগর, ১১ আগস্ট (হি.স.) : ভূস্বর্গে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলের পর থেকে সারা কাশ্মীর জুড়ে যে অশান্তির আশঙ্কা করা হয়েছিল, তার থেকে একেবারে উলট পথে হেঁটে শান্ত কাশ্মীর। যার জেরে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তরফে টুইটারে বলা হয়েছে, ভূস্বর্গের সাধারণ নাগরিকদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তারা যেন কোনও রকম গুজবে কান না দেন। গত ৬দিনে জম্মু-কাশ্মীরে কোনও গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেনি। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ এবং কাশ্মীরের মানুষ খুবই সহযোগিতা করছেন।

আগামীকাল সোমবার ঈদ উৎসব। তার আগে রবিবার সকাল থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সাধারণ মানুষ। এবছর কাশ্মীরিদের কাছে ঈদ একেবারেই আলাদা। সদ্য কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঘোষণা হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অশান্তির ভয় ছিল, তা সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। মানুষ দোকানে দোকানে ভিড় জমিয়েছেন ঈদের কেনাকাটার জন্য। যদিও রবিবারও ভূস্বর্গে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। কিন্তু অন্য সব পরিষেবা স্বাভাবিক। রাস্তায় মোতায়েম নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত জম্মু-কাশ্মীরে কোনও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন না সাধারণ মানুষ। যদি কোন বিক্ষোভ হয় তাও সামলে নিয়ে প্রস্তুত কাশ্মীর পুলিশ।

মোদীকে রাখি পাঠালেন বারাণসীর মুসলিম মহিলারা

মোদীকে রাখি পাঠালেন বারাণসীর মুসলিম মহিলারাবারাণসী, ১১ আগস্ট (হি.স): বৃহস্পতিবার রাখি পূর্নিমা। তার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাখি পাঠালেন বারাণসীর মুসলিম মহিলারা। বারাণসীর সাংসদ মোদীকে তাঁরা বড় ভাইয়ের মত মনে করেন। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের একটি কুপ্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের শাপমুক্তি ঘটিয়েছেন উনি । ত্রাতার মতো আমাদের রক্ষা করেছেন । দাদা যেমন নিজের বোনকে আগলে রাখেন, তেমনই উনিও আমাদের রক্ষা করেছেন । মোদীকে যে রাখিগুলি পাঠানো হয়েছে, সেগুলি হাতে তৈরি করা। বারাণসীর রামপুরার বাসিন্দা হুমা বানু বলেন, কেবলমাত্র মোদীর জন্যই তিন তালাককে অপরাধমূলক কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। তিনি দেশের মুসলিম মহিলাদের কাছে বড় ভাইয়ের মতো। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব সরকারেরই প্রচার। দলের নেতা মতিন খান বলেন, আরএসএস সমর্থক মুসলিমরাই মোদীকে রাখি পাঠিয়েছেন। ক্ষমতায় থাকা লোকজনদের চাপেই তাঁরা ওই কাজ করেছেন। এসব সরকারেরই প্রচার। বারাণসীর মুসলিম মহিলাদের বক্তব্য, 'এতদিন ধরে ব্যাধীর মতো তিন তালাক প্রথা নিয়ে বয়ে বেরাতে হচ্ছিল মুসলিম মেয়েদের । মাথা নীচু করে থাকতে হত তাঁদের । কিন্তু এখন আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন তাঁরা'। প্রথমবারে না হলেও, ক্ষমতায় এসেই তিন তালাক বিল পাশ করে দ্বিতীয় মোদী সরকার । ১৯ মাসের নিরলস পরিশ্রমে প্রথমে লোকসভায়, তারপর রাজ্যসভাতেও পাশ হয় এই বিল । ৯৯-৮৪ ভোটে সংসদের উচ্চকক্ষে পাশ হয় বিলটি । দীর্ঘকাল পুরুষশাসিত সমাজের বাঁধন ছেড়ে এবার মুক্তির হাওয়া উপভোগ করতে পারেন সংখ্যালঘু মহিলারা । যদিও বিলের বিরোধিতায় সরব হয় বিরোধীদের একাংশ । ভোটদানে বিরত থাকে বিএসপি, টিআরএস । সংসদে অনুপস্থিত থাকে ওয়াইএসআর কংগ্রেস, এনসিপির বেশ কয়েকজন সাংসদ । এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে পুরোপুরি সমর্থন করে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি ।

কংগ্রেস সভাপতির পদ মিউজিক্যাল চেয়ার: সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স): কংগ্রেস সভাপতির পদকে মিউজিক্যাল চেয়ার বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর পর, ব্যর্থতার দায়ে কাঁধে নিয়ে গত ২৫মে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন রাহুল গান্ধী। তার পর প্রায় আড়াই মাস কেটে গেলেও সভাপতি নির্বাচন করতে পারেনি কংগ্রেস। এমনকি শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও সমাধান বেরিয়ে আসেনি। যার পর অস্থায়ী ভাবে সনিয়া গান্ধীকেই দলের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। রাহুল গান্ধীর উত্তরসূরি না মেলা পর্যন্ত, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তিকালীন সভাপতি করা হয়েছে তাঁকে।

রবিবার বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'শেষ পর্যন্ত সেইগান্ধী পরিবারেই আস্থা রাখল কংগ্রেস। তাই বলা যেতে পারে যে, একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করল কংগ্রেস। সোনিয়া গান্ধীর হাত থেকে রাহুল গান্ধী , সেখান থেকে আবার সোনিয়া গান্ধী, মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে বলে মনে হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে একটা পরিবারের জন্যই গান বাজানো হচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রাহুল গান্ধী যে একেবারেই ব্যর্থ ছিলেন, এতে সে কথা আরও এক বার প্রমাণিত হল'।'

পরিবারতন্ত্র নিয়েও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন সম্বিত পাত্র। তিনি বলেন, কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্য বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বিজেপির কাছে দলই পরিবার। কিন্তু কংগ্রেসের কাছে একটি পরিবারই দল। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করা নিয়ে শনিবার নরেন্দ্র মোদী

ছয়ের পাতায়

রবিবার শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতি রক্ষা কমিটি রাজধানীতে এক র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জোর বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স): আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জোর বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। ফের বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষা উপকূলে নিম্নচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে রবিবার জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহওয়া দফতর।

সপ্তাহের মাঝামাঝিতে পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের কারণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় মেঘের কারণে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

তবে এর জেরে বৃষ্টির ঘাটতি কমার আশা নেই, ১ জুন থেকে আজ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ঘাটতির পরিমাণ ৪৩ শতাংশ। যা দেশের যে কোনও এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ। উত্তরবঙ্গের পাহাড়, তরাই, জুয়ার্সের ৫ জেলা বাদ দিলে রাজ্যের বাকি সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টিপাতের ঘাটতির পরিমাণ আশঙ্কাজনক।

লাগাতার অনাবৃষ্টির কারণে বিলম্বিত হয়েছে আমন ধান রোপণের প্রক্রিয়া। এর কারণে ফলন প্রভাবিত হতে পারে বলেই মন করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক সেরেছেন কৃষি মন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জলাধারে জলের পরিমাণ তলানিতে ঠেকেছে। যার ফলে সর্বোচ্চ ৭ দিনের সেচের জল সরবরাহ করতে পারবে সেচ দফতর। এতে সুরাহা হবে না বলেই জানিয়েছেন কৃষকরা। ফলে কৃষক এবং প্রসাশন সহ প্রত্যেকেই বৃষ্টির অপেক্ষায়।

নতুন করে তৈরি হতে চলা একটি নিম্নচাপের জেরেই এই বৃষ্টিপাত হবে বলে খবর। এই মুহূর্তে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। তার প্রভাবে সোমবারের মধ্যে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূল দিয়েই তার স্থলভাগে ঢোকার কথা। তবে যে পথ ধরে এগোবে, তার প্রভাবে রাজ্যের উপকূলবর্তী এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে জোরদার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাগাড়ে বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। এই নিম্নচাপের জন্য ঝাড়খণ্ডে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তাতে লাভ দক্ষিণবঙ্গেরই। কারণ জল বাড়বে দামোদর, বরাকরের মতো নদীগুলোতে।

সোমবার কলকাতার আকাশ থাকবে সাধারনত মেঘলা। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভবনা। আদ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। রবিবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা।

আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রী বেশি। সর্বনিম্ন,২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৫৭ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

বিশ্বাসঘাতকতা করে যাঁকে দল থেকে তাড়িয়েছিলেন, আজ তিনিই গৌতমকে স্বাগত জানালেন বিজেপিতে, বিস্মিত কং নেতা কিরিপ

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেস থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন, সেই গৌতম রায়কে আজ নিজের হাতে বিজেপির সদস্যপদ ও গেরুয়া টুপি পরিয়েছেন এককালের সদলীয় নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তদানীন্তন কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ অসম বিজেপির সর্বেসর্বা। রবিবার গৌতম রায়ের বিজেপিতে যোগদান সম্পর্কে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন কংগ্রেস নেতা কিরিপ চলিহা। কতিপয় বরিষ্ঠ কংগ্রেসির সাম্প্রতিককালের কর্মকাণ্ডে সোচ্চার হয়েছেন গুয়াহাটি লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ কিরিপ। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিরিপ বলেন, 'হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন গৌতম রায়। দল থেকেই বিতাড়ন করে তরুণ গগৈয়ের (তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী) ঘনিষ্ঠজন হয়েছিলেন গৌতম রায়। আজ সেই বিশ্বাসঘাতককে কোলে টেনে নিয়েছেন অধুনা বিজেপি নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা।'

কিরিপ চলিহা বলেন, 'তরুণ গগৈ এবং হিমন্তবিশ্ব শর্মার মধ্যে যে বিশ্বাস, বোঝাবুঝি ছিল, তা ভেঙে যিনি চুরমার করে দিয়েছিলেন, তাঁরা গৌতম রায় এবং চন্দন সরকার (প্রয়াত)।' এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চলিহা বলেন, 'নাচ মেরি বুলবুল... বললে নাচার মানুষ আমি নই। তাই বিজেপিতে আমার মতো ব্যক্তির স্থান নেই।'

এক এক করে কংগ্রেস নেতা দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদানের ঘটনাকে ক্ষতিকারক বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে কিরিপ চলিহা বলেন, এই সব নেতার দলত্যাগে দলের কোনও ক্ষতি হবে না বলে যে সব কংগ্রেস নেতা দাবি করছেন তা হাস্যকর, দলীয় নেতৃত্বকে এভাবেই কটাক্ষ প্রাক্তন সাংসদের।

শনিবার বরপেটার কংগ্রেসি সাংসদ আবদুল খালেক বলেছিলেন, এরা কংগ্রেসের ক্ষতি করছিলেন, 'পচাগলা দ্রব্য দলে থেকে পরিবেশ দূষিত করার চেয়ে দূরে সরে যাওয়াই ভালো'। আজ খালেককে তাঁর ওই বক্তব্যের জন্য চেপে ধরেছেন কিরিপ চলিহা। আবদুল খালেককে কটাক্ষ করে চলিহা বলেন, 'যাঁরা দল ছেড়েছেন, তাঁরাই কী কেবল পচাগলা, দলে যাঁরা আছেন এঁদের কি পচন ধরেনি?' এতজন নেতা দলত্যাগ করেছেন, তবু কিন্তু হুঁশ হচ্ছে না দলের (কংগ্রেস) উচ্চস্তরীয় নেতাদের। দলের শীর্ষ স্তরের নেতারা চলে যাওয়ায় এখন কংগ্রেসের সভাপতি-সম্পাদক কে হবেন তার প্রতিযোগিতা চলছে কংগ্রেসের অন্দরে।' কংগ্রেসি নেতাদের সাম্প্রতিককালের কর্মকাণ্ড নিয়ে গুয়াহাটির প্রাক্তন সাংসদ কিরিপ চলিহা আজ এভাবেই তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

গৌতমের প্রতি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর আহ্বান, এবার বিজেপির আদর্শ মেনে জনস্বার্থে কাজ করুন

পাথারকান্দি (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : বিজেপি একটি আদর্শবান সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। এই দলে যে কেউ বিনা স্বার্থে দেশ ও দশের সেবা করতে দলের সদস্যপত্র গ্রহণ করতে পারেন। এটাই বিজেপির প্রাথমিক সদস্যভুক্তির নিয়ম। এতে কোনও দ্বিমত নেই, বক্তব্য পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের।

রবিবার গুয়াহাটিতে দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রমুখের উপস্থিতিতে এক সময়ের দাপুটে মন্ত্রী গৌতম রায় কংগ্রেস ত্যাগ করে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন। দলীয়ভাবে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির এই বিধায়ক। আজ পাথারকান্দিতে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে কৃষ্ণেন্দু পাল নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, গৌতম রায় এখন থেকে আর কংগ্রেস নেতা নন। আজ থেকে তিনি বিজেপির একজন আদর্শবান কার্যকর্তা। এই মুহূর্ত থেকে গৌতম রায়কে বাজপেয়ীর আদর্শ ও ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ

ছয়ের পাতায়

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

কেআইআইএফ-র উপদেষ্টা কমিটি থেকে সরে দাড়ালেন অপর্ণা সেন

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.): ফের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (কেআইআইএফ) নিয়ে বিতর্কউ কেআইআইএফ-র উপদেষ্টা কমিটি থেকে এবার সরে দাড়ালেন অপর্ণা সেন।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে তুমুল উৎসাহ থাকে সিনে প্রেমীদের মনে উ আর এই বছর ২৫ বছরে পা দেবে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব উ তাই কমিটির ব্যস্ততাও তুঙ্গে উ শুক্রবারই কেআইআইএফ এর তরফে অ্যাডভাইজারি কমিটির তালিকার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় উ সেখানেই জানানো হয় চেয়ারম্যান পদে রাজ চক্রবর্তী,মুখ্য উপদেষ্টা পদে মনোনিত হলেন অরূপ বিশ্বাস ও কো-চেয়ারম্যান পদে মনোনিত হলেন ইন্দ্রনীল সেন উ তাছাড়াও উপদেষ্টা কমিটি সদস্যপদে রয়েছেন অপর্ণা সেন উ কিন্তু সেই পদ থেকে সরে দাড়ালেন অভিনেত্রী।

অ্যাপেক্স অ্যাডভাইসরি কমিটিতে অপর্ণা সেনকে রাখায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।অপর্ণা সেন জানান, তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই তাঁর নাম এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। এতবছর কাজ করে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেখানে এটাই বিবেচ্য যে তিনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটির চেয়ারপার্সন হবেন যদি না তাঁর থেকেও অভিজ্ঞ কেউ ওই পদে থাকেন। তিনি এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। আগামী ছবির কাজ শুরু করছেন। পাশাপাশি অস্কার স্ক্রিনিংয়ের জ্যুরি বোর্ডের সদস্যও তিনি।

তিনদিনের জন্য বন্ধ বাঘাজতীন উড়ালপুলের একাংশ

কলকাতা,১১ আগস্ট (হি.স.):মেরামতির জন্য এবার বন্ধ বাঘাজতীন উড়ালপুলের একাংশউ ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট বন্ধ থাকবে বাঘাজতীন উড়ালপুলের একাংশউব্যস্ততম উড়ালপুলটি বন্ধ থাকায় তীব্র যানজটের আশঙ্কা।

বহু দিন ধরেই বাঘাজতীন উড়ালপুলের একটি দিক বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছেউআর সেই কারণেই কেএমডি-র তরফে কলকাতা পুলিশকে জানানো হয় মেরামতির জন্য কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে উড়ালপুলের একাংশউএরপরই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয় ১৩ আগস্ট থেকে তিনদিনের জন্য বন্ধ থাকবে বাঘাজতীন উড়ালপুলের একটি দিকউ উড়ালপুলের অন্যদিক দিয়ে চলবে দু দিকের গাড়িউ পাটুলি থেকে অজয় নগরের সংযোগ রাস্তা এই উড়ালপুলউ গড়িয়া, পাটুলি,ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস হয়ে যারা রুবির দিকে আসে তাদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক বাঘাজতীন উড়ালপুলউকিন্তু উড়ালপুলের একাংশ বন্ধ থাকায় তীব্র যানজটের আশঙ্কা।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে অরুণ জেটলির

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির উ রবিবার এ কথা জানানো হয়েছে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর পক্ষ থেকে।

শ্বাসকষ্টের সমস্যার কারনে শুক্রবার নয়াদিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয় অরুণ জেটলিকে উ কার্ডিওলজি বিভাগের আইসিইউ-তে চিকিতাধীন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে এখনও আইসিইউ-তেই রাখা হয়েছে বলে রবিবার জানানো হয়েছে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর পক্ষ থেকে। তবে ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার সকালে হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা অনুভব করেন অরুণ জেটলি। সঙ্গে সঙ্গে এইমসে ভরতি করা হয় তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কার্ডিওলজি বিভাগে ভরতি করা হয়েছে তাঁকে। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরাও তাঁকে দেখছেন। যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি তেমন জটিলতার কিছু নেই। কেবলমাত্র চেক আপের জন্যে তাঁর এবারের হাসপাতাল যাত্রা। তবে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। ওইদিনই তাঁকে দেখতে এমস পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এইমসে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন ও লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও। গতকাল শনিবার তাঁকে দেখে আসেন উপ রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।

অরুণ জেটলির স্বাস্থ্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রে জানা গিয়েছে, এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, কার্ডিয়োলজিস্ট এবং নেফ্রোলজিস্ট-সহ একাধিক চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। জেটলির অসুস্থ হওয়ার খবর শুনেই দিল্লি ফিরে আসেন এইমস-এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া। তিনি ভিয়েতনামে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই চিকিৎসা চলছে অরুণ জেটলির।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন অরুণ জেটলি। ২০১৮ থেকে কিডনি সমস্যা থেকে ভুগতে থাকেন তিনি। ডায়ালিসিস শুরু হয়। গতবছর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য উড়ে যাওয়ায় লোকসভা ভোটের আগে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছিলেন রেলমন্ত্রী তথা তৎকালীন

ছয়ের পাতায়

রবিবার শিভ সেনা ত্রিপুরা প্রদেশ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হাসপাতাল থেকে উধাও রোগীকে বাড়িতে পৌঁছে দিল পুলিশ

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স): আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের বেড থেকে উধাও হয়ে যাওয়া রোগীকে বাড়িতে পৌঁছে দিল কলকাতা পুলিশ। রিজেন্ট পার্ক থেকে শনিবার তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর শিলিগুড়ি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর পরিবারকে ডেকে পাঠানো হয়। রবিবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া রোগীকে।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বাসিন্দা বছর সত্তরের বিমল দত্ত জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। ভর্তি করা হয় মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল বিমল দত্তর। কিন্তু ২১ জুলাই ভোরের পর তাঁকে বেডে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। অনেকটা সময় পর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখেও খোঁজ পাওয়া যায় নি বিমল দত্তর। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রিজেন্ট পার্ক এলাকায় এক বৃদ্ধকে ইতস্তত ঘুরতে দেখা যায়। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মাটিগাড়ার কথা জানান তিনি। খোঁজ করে পুলিশ জানতে পারে, এই ব্যক্তিই তিনি, যিনি আরজি কর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান।

এরপরই খবর দেওয়া হয় বাড়িতে। তবে কী ভাবে ওই ব্যক্তি হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে রিজেন্ট পার্ক এলাকায় এলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মাথায় আঘাত পেয়ে ওই বৃদ্ধ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। আজ তাকে শিলিগুড়ির বাড়িতে পৌঁছে দিল কলকাতা পুলিশ।

রাজ্য ভাগের সমর্থক নয় বিজেপি : সায়ন্তন বসু

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স): রাজ্য ভাগের সমর্থক নয় বিজেপি, রবিবার সাফ জনিয়ে দিলেন বিজেপির অন্যতম সাধারন সম্পাদক সায়ন্তন বসু। তিনি বলেন, দার্জিলিং পাহাড় নিয়ে বিজেপি পুরনো অবস্থানেই অনড়। বিতর্কের সূত্রপাত দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তের লেখা চিঠি ঘিরে। দলের সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে লেখা ওই চিঠিতে ”গোর্খাল্যান্ড” শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে অমিত শাহ যে পালটা চিঠি দিয়েছেন তা সোশ্যাল সাইটে আপলোড করেছেন রাজু বিস্ত। তাতেও রয়েছে ”গোর্খাল্যান্ড” শব্দের উল্লেখ। এতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বর্তমানে চিন্তন বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য দুর্গাপুরে রয়েছেন বিজেপি নেতারা। এই নিয়ে সেখানে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউই।

কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের পর একই ধাঁচে দার্জিলিং পাহাড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই রাজু বিস্তের এই পোস্টে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধীদের প্রশ্ন, তবে কি ”গোর্খাল্যান্ড” শব্দটিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে বিজেপি ? প্রচ্ছন্নে পশ্চিমবঙ্গ ভাগের পরিকল্পনা চালাচ্ছে তারা ? পরে রাজু বিস্তও জানান, এই নিয়ে দলের অবস্থান ও তাঁর অবস্থান অভিন্ন। আলোচনার টেবিলে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গত ১২ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ওই চিঠি দেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য দিল্লি পুলিশের যে বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়েছে তাতে যেন জায়গা দেওয়া হয় ”গোর্খাল্যান্ড” ও লাদাখের যুবকদের। চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে গত ২৩ জুলাই পালটা চিঠি দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাতেও রয়েছে ”গোর্খাল্যান্ড” শব্দটির উল্লেখ। এতেই দানা বাঁধে বিতর্ক।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

প্রথমে নির্যাতিতার পরিবার ভয়ে মামলা না করার সিদ্ধান্ত নিলেও অবশেষে শনিবার তারা স্থানীয় কচুছড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ নিয়ে পুলিশ ওইদিন রাতেই তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। আজ রবিবার অভিযুক্তকে কমলপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানান কচুছড়া থানার ওসি পদ্মসেন চাকমা। আদালত তাকে ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী তিন বরিষ্ঠ নেতা গৌতম-শান্তিয়াস-হিরণ্য

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ জল্পনা আর টালবাহানার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যপদ লাভ করলেন টানা চার দশকের মন্ত্রী, বরাক উপত্যকার এককালের 'সম্রাট' তথা 'স্বয়ম্ভু মুখ্যমন্ত্রী' গৌতম রায়। রবিবার তাঁর সঙ্গে আরও দুই সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শান্তিয়াজ কুজুর এবং যুবকংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি হিরণ্য ভুইয়াঁ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

রবিবার বেলা ১১-টায় বিজেপির প্রদেশ সদর দফতরে আয়োজিত বিশেষ যোগদান অনুষ্ঠানে তিন কংগ্রেস নেতার হাতে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ তুলে দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, অসমের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মারা। প্রসঙ্গত, আঁটঘাট বেঁধে গতকাল শনিবার দুই বরিষ্ঠ নেতা গৌতম রায় এবং শান্তিয়াজ কুজুর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। আজ রবিবার সকালে দল ত্যাগ করে সোজা বিজেপি দফতরে চলে আসেন যুবকংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি হিরণ্য ভুইয়াঁ।

এর আগে আরও দুই প্রাক্তন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা ভুবনেশ্বর কলিতা এবং সঞ্জয় সিং নয়াদিল্লিতে দলের সর্বভারতীয় সদর দফতরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি, শিগগির কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেবেন রাজ্যসভার সদস্য রানি নরহ। সঙ্গে তাঁর পতি কংগ্রেস নেতা ভরত নরহ এবং টংকবাহাদুর রায়।

'বরাকের স্বয়ম্ভু মুখ্যমন্ত্রী' গৌতম রায়ের দলত্যাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল, শুধু সময়ের অপেক্ষা করছিলেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, বিজেপিতে তাঁর যোগদানের বিষয় আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তরপূর্ব প্রান্ত অধিকারি মহল। তাই ঝুলে ছিল তাঁর বিজেপি-গমন পর্ব।

গৌতম রায় ১৯৮৫ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লাগাতার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। মাঝে একবার ছাড়া প্রতি মেয়াদে তিনি রাজ্য সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর বাবা প্রয়াত সন্তোষকুমার রায়ও কংগ্রেস নেতা ছিলেন। বিধায়কও হয়েছিলেন তিনি।

এছাড়া শান্তিয়াজ কুজুর কংগ্রেসি সাংসদ হিসেবে গত ২০১৩ সাল থেকে চলতি ২০১৯ সালের ১৪ জুন পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর শূন্য পদে অসম থেকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে কামাখ্যাপ্রসাদ তাসাকে। হিরণ্য ভুইয়াঁ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অগপ-র বৃন্দাবন গোস্বামীর সঙ্গে তেজপুর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন গোস্বামীর কাছে। হিরণ্য প্রদেশ যুবকংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন।

কাজ করুন

পাচের পাতার পর

মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মোদীজির মত নিষ্ঠাবান হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান বিধায়ক।

কৃষ্ণেন্দু পালের কথায়, বিজেপি দল সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ মন্ত্রে বিশ্বাসী। বিজেপিতে নিজের ভিত মজবুত করতে এই মন্ত্রে গৌতমবাবুকেও কাজ করে যেতে হবে। এই দলে কংগ্রেসি জমানার আদবকায়দা নিয়ম গ্রহণযোগ্য নয়। বিধায়কের মতে, গৌতম রায়কে এখন থেকে পুরনো কংগ্রেসি কালচার ত্যাগ করে সম্পূর্ণ সংস্কারিত হয়ে বিজেপির আদর্শ অবলম্বন করে প্রকৃতার্থে জনস্বার্থে কাজ করেতে হবে।

শিক্ষকরা

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। চাকরি বাঁচানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওইদিন থেকেই বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করবেন শিক্ষকরা। অবশ্য রাজ্য সরকারের উপর আস্থা রেখেই আন্দোলনে ঝাঁপানোর কথা জানিয়েছেন তাঁরা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এদিকে ওয়ানাড ও মালাপ্পুরমে একের পর ধসের ঘটনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। ওয়ানাডে ভূমি ধসের জেরে এখন পর্যন্ত ৯জন প্রাণ হারিয়েছেন। মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে দ্রুত মাটি কেটে ধসের জেরে কাদা মাটির তলায়ে আটকে পড়া মানুষদের দ্রুত উদ্ধার করা হলেও, শেষ রক্ষা হয়নি। উদ্ধার হওয়া ৯জনই মারা উদ্ধার হওয়ার আগে। প্রসঙ্গত গত দু দিনে কেরালা জুড়ে মোট ৮টি ভূমি ধসের ঘটনা ঘটেছে।

অরুণ জেটলির

পাচের পাতার পর

দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মোদী সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের আগে তাঁকে সামিল না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন অরুণ জেটলি। তাঁকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। দলের হয়ে কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন তিনি। অর্থমন্ত্রকে তাঁর কার্যকালে জিএসটি ও নোটবন্দির মতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

আরও একজন

তিনের পাতার পর

জানিয়ে দেন, এঁরা মরে যায় যাক, লাইনে থাকা ভ্যান বা টোটো ছাড়া কেউ এদের নিয়ে আসতে পারবে না। এরপর দীর্ঘ বাদানুবাদে প্রায় ৪৫ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে যায়। পরে কোনওক্রমে দুই আহতকে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে তাঁদের মধ্যে একজনকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। আর একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃত পর্যটকের নাম নাম রাকেশ কোলে (২৭)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথপুর কলোনি পাড়া, ডানকুনি, কলকাতা-৪৭। এবং আহতেৰ নাম সুমন কুমার বেরা(২৫)। বাড়ি পাথরপ্রতিমা, ২৪পরগনা।

ক্রিকেট বল

সাতের পাতার পর

এলবিডব্লিউর ক্ষেত্রে বল ব্যাটে লেগেছিল কি না, সে ব্যাপারে নিখুঁত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। সন্দেহজনক ক্যাচের ক্ষেত্রেও নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে স্মার্ট বলকে। কুকাবুরার সঙ্গে এ নিয়ে কাজ করছে স্পোর্ট করএ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার মাইকেল কাসপ্রোভিচ। বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে শিগগিরই এই স্মার্ট বল ব্যবহার করা হবে বলে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী এ দুটি প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে বিগ ব্যাশে এ বল চালুর জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এ বল নিয়ে কোনো বিতর্ক কিংবা ঝামেলা না হলে তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্যও এটিকে বিবেচনা করা হবে। ইংলিশ ব্যাটসম্যান জস বাটলার টেস্ট ক্রিকেটে দেখতে চান স্মার্ট বলকে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোচিংয়ে এ বল ভীষণ কাজে লাগবে বলে মনে করেন তিনি, 'কোচিংয়ের জন্য এটা খুব কাজে লাগবে। তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়াটা হবে দারুণ ব্যাপার। মনে হচ্ছে সাধারণ বলের মতোই আচরণ করবে।' খেলায় এখন যেসব বল ব্যবহার করা হয় স্মার্ট বলের সেসব বলের মতো আচরণ (সুইং, বাউন্স, স্পিন) করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেটি সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ বলের প্রচলন ঘটানোর পথে কুকাবুরা অনেকটাই এগিয়ে যাবে। ইংল্যান্ডে চলতি অ্যাশেজ সিরিজে নেট অনুশীলনে এ বল ব্যবহার করা হয়েছে। লর্ডসে ইনডোর নেট অনুশীলনে পরশু এ বল ব্যবহার করেছেন বাটলার।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্বামীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্ত্রী

নিমতা, ১১ আগস্ট (হি.স.) : স্বামীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে পুলিশ মৃতের স্ত্রী অনিতা মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। মৃতের নাম সঞ্জীবন মন্ডল(৪০)। রবিবার পুলিশ ধৃত স্ত্রীকে বারাকপুর আদালতে পেশ করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার রাতে নিমতার পূর্ব আলিপুর এলাকার একটি বাড়ির কয়েক গজ দূরের একটি জঙ্গলে এক যুবকের নলিকাটা দেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ দেখতে পেয়ে নিমতা থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। দেহ সনাক্ত করে স্থানীয় পুলিশ জানতে পেরেছে মৃতের নাম সঞ্জীবন মন্ডল।

পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে নেমে স্ত্রীঅনিতা মন্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মন্ডল দম্পতির সংসারে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। পেশায় কাঠমিস্ত্রি সঞ্জীবন বাড়ির বাইরে থাকলে স্থানীয় এক যুবক প্রায় বাড়িতে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই যুবকের সঙ্গে অনিতার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। আর তার জেরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অশান্তি লেগে থাকত। পুলিশ এই সূত্রে ধরে প্রাথমিক তদন্তে নেমে স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপর তার কথায় অনেক অসংগতি ধরা পড়ে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, অনিতা মন্ডলের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন হতে হতে পারেন সঞ্জীবন মন্ডল। এরপর পুলিশ স্ত্রী অনিতা মন্ডলকে গ্রেফতার করে। তবে পুলিশের অনুমান, এই খুনের ঘটনার পেছনে অন্য কেউ অন্য কাউর হাত থাকতে পারে। সেটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির কাছের একটি জঙ্গল থেকে সঞ্জীবন মন্ডলের নলিকাটা দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সাপের কামড়ে মৃত্যু বারুইপুরে

বারুইপুর, ১১ আগস্ট (হি.স.) : সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। মৃতের নাম অনির্বাণ নস্কর(১৪)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত শঙ্করপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশবপুর এলাকায়। শনিবার রাতে দশম শ্রেণির ছাত্র অনির্বাণকে সাপে কামরায়, পরিবারের লোকজন রাতেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে বারুইপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অনির্বাণ মগরাহাট বন সুন্দরিয়া হাইস্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়াশুনা করতো।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে বাড়ির বাইরে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিল ঐ কিশোর। সেখানেই তাকে সাপে কামরায়। কিন্তু বিষয়টিতে গুরুত্ব না দিয়ে ঐ কিশোর বাড়িতে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোতে যায়। রাতে তার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

করনে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মূলত নাগেশ্বর, আগর, আমলকি, বয়ড়া, হরতকি গাছের চারা লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে বন দপ্তর এবং সচিবালয়ের পদস্থ আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

ডিমের

● **প্রথম পাতার পর**

করার।

এর পর তিনি নিজেই ডিমের খোসা দিয়ে সামগ্রী তৈরির চেষ্টা করেন। একে একে তিনি ডিমের খোলস দিয়ে তৈরি করতে থাকেন আনারস, উড়োজাহাজ, গিটার, মাকড়সা, মাছ, স্কুটার, মোটরবাইক, ক্যামেরা, জাহাজ ইত্যাদি। আবার ডিমের খোসার গায়ে সুক্ষ্ম ও নিপুণ করে কেটে তৈরি করেছন লতা মঙ্গেশকর, কাজি নজরুল, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নানা মনীষীর ছবি। এমন-কি একটি ডিমের খোসার উপর তিনি তৈরি করেছেন একাধিক মহান ব্যক্তিত্বের মুখাবয়ব, ছবি ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়, ডিমের খোলস দিয়ে তৈরি করেছেন আস্ত একটা তাজমহল। আবার তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছে হালের ভারতের চন্দ্র অভিযানের চিত্র।

কীভাবে তৈরি করেন ও কী কী সামগ্রী লাগে এমন সুক্ষ্ম কাজ করতে? তিনি জানান, তেমন বেশি কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না। ডিমের খোলস, ছোট্ট কাটার মেশিন, কাঁচি, আঠা ও রং, এই সব উপকরণ দিয়েই তৈরি হয় তাঁর শিল্পকর্ম। কী ধরনের ডিমের খোলস দিয়ে এগুলি তৈরি করেন? উত্তরে তিনি বলেন, চড়ুই পাখির ডিম থেকে শুরু করে রাজহাঁস, চিনা হাঁস, মুরগি, কচ্ছপের ডিমের খোসা দিয়ে তিনি এই সামগ্রীগুলি তৈরি করেছেন। টিভিতে দেখার পর নিজের চেষ্টায় এবং কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে তিনি তৈরি করছেন এই সব সামগ্রী।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এ বছর (২০১৯) দুটি পুরস্কার পেয়েছেন। এগুলি 'বজ্র বিশ্ব রেকর্ড অ্যাওয়ার্ড' এবং অপরটি 'ইন্ডিয়া স্টার প্রাউড অ্যাওয়ার্ড'। আগামী দিনে তিনি তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে অন্যান্য আরও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন বলে জানান।

এই শিল্পকর্ম নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা কী? এমন এক সুক্ষ্ম ও সুন্দর শিল্পকর্মের কী তিনি বাণিজিকীকরণের চিন্তা ধারা নিচ্ছেন? তিনি জানান, আপাতত বাণিজ্যিকীকরণের কোনও চিন্তাভাবনা নেই। নেহাৎ শখের বশে এ সব করছেন। তাঁর ইচ্ছা এই সামগ্রীগুলি দিয়ে আগরতলায় একক একটি প্রদর্শনী করার। তবে কেউ তাঁর কাছ থেকে এই শিল্পকর্ম শিখতে চাইলে তিনি শেখাতে রাজি, জানান অঙ্কিতা।

সম্বিত পাত্র

পাচের পাতার পর

সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন রাহুল গান্ধী। উপত্যকা থেকে অশান্তির খবর আসছে, এমনকি মৃত্যুর খবরও সামনে এসেছে, তা নিয়ে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে বলেও দাবি তোলেন। এদিন সম্বত তারই প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য ভয়ঙ্কর এবং অবমাননাকর। খামেকা হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন কেন শাহজাদা রাহুল ? দেশের শান্তি সহ্য করতে পারেন না উনি। কাশ্মীরে শান্তি বিরাজ করছে। কংগ্রেসেরও শান্ত থাকা উচিত'।

সোনিয়াকে সভাপতি পদে বসানোয় কংগ্রেসকে বিঁধেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা শিবরাজ সিং চৌহানও। তিনি বলেন, 'কখনও শিক্ষা হবে না কংগ্রেসের। আশ্চর্যের বিষয় হল, সভাপতি হিসাবে এখনও রাহুল এবং সোনিয়াকেই চাইছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি'। রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের দিন শেষ বলেও কংগ্রেসকে সতর্ক করেন তিনি। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং যাদব এবং বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের উদাহরণ টেনে বলেন, 'পরিবার এবং জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতিকে সর্বত্র ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন মানুষ। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও তোষণের রাজীনতিকে গ্রহণ করেননি মানুষ। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছেন সকলে'।

ঝাড়গ্রামেও পালিত হল শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস

ঝাড়গ্রাম, ১১ আগস্ট (হি.স.) : আজ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসউ রবিবার দিনটি পালিত হল ঝাড়গ্রামেও উ এদিন ঝাড়গ্রাম শহরের তৃণমূল কংগ্রেস শহীদ স্মরণে একটি মিছিল বের করেন। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী তথা ঝাড়গ্রামের পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চূড়ামণি মাহাতো সহ একাধিক নেতৃত্ব। এদিন ঝাড়গ্রামের কে.কে.আই.ইনস্টিটিউশন থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। পদযাত্রা শেষ হয় ঝাড়গ্রামের অগ্রসেন ধর্মশালা তে গিয়ে। সেখানে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা সারেন শুভেন্দুবাবু। জঙ্গলমহলে দলীয় কার্যকলাপকে চাঙ্গা রাখার জন্যই একের পর এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কর্মসূচিকে রূপায়ণ করতে শুভেন্দু বাবুর ঝাড়গ্রাম আসা। শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান কে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্য ছিল এই মিছিলের মূল উদ্দেশ্য। তবে এদিন বেশ কিছু নেতাকর্মী অগ্রসেন ধর্মশালাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের মূল অভিযোগ, নেতারা দলীয় আলোচনা করবেন কাউন্সিলর এবং সভাপতিদের সঙ্গে। কিন্তু কোন মিটিং-এ মিছিলে লোক জমায়েত করবে বুথ সভাপতিরা, কিন্তু তাদেরকেই আলোচনায় রাখা হবে না কেন। এই প্রশ্ন নিয়ে বেশ কিছু সময় ক্ষোভ চলে। তবে পরে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এদিনের এই শোভাযাত্রায় তৃণমূলের নেতৃত্ব সহ শহরের কয়েক হাজার মহিলা, পুরুষ সামিল হয়েছিল।

তিনদিনের জন্য বন্ধ বাঘাজতীন উড়ালপুলের একাংশ

কলকাতা,১১ আগস্ট (হি.স.):মেরামতির জন্য এবার বন্ধ বাঘাজতীন উড়ালপুলের একাংশউ ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট বন্ধ থাকবে বাঘাজতীন উড়ালপুলের একাংশউব্যস্ততম উড়ালপুলটি বন্ধ থাকায় তীব্র যানজটের আশঙ্কা।

বহু দিন ধরেই বাঘাজতীন উড়ালপুলের একটি দিক বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছেউআর সেই কারণেই কেএমডি-র তরফে কলকাতা পুলিশকে জানানো হয় মেরামতির জন্য কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে উড়ালপুলের একাংশউএরপরই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয় ১৩ আগস্ট থেকে তিনদিনের জন্য বন্ধ থাকবে বাঘাজতীন উড়ালপুলের একটি দিকউ উড়ালপুলের অন্যদিক দিয়ে চলবে দু দিকের গাড়িউ পাটুলি থেকে অজয় নগরের সংযোগ রাস্তা এই উড়ালপুলউ গড়িয়া, পাটুলি, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস হয়ে যারা রুবির দিকে আসে তাদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক বাঘাজতীন উড়ালপুলউকিন্তু উড়ালপুলের একাংশ বন্ধ থাকায় তীব্র যানজটের আশঙ্কা।

জওয়ানদের উৎসর্গকৃত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হল গাছের চারা

বসিরহাট, ১১ আগস্ট(হি,স) : সেবা ভরতীর উদ্যোগে সেনা জওয়ানদের উৎসর্গ করে আয়োজিত রক্তদান শিবির থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রানসফিউশন সেন্টার ইসি এর পক্ষ থেকে। রবিবার এই রক্তদান শিবিরের রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গাছের চারা। রবিবার বসিরহাট পিফা এলাকায় বাৎসরিক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সেবা ভারতীর পিফা অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে।

মূলত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের কে উৎসর্গ করে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তারা। এদিন শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করে ভারতীয় সেনা জাওয়ানরা। এই প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনীর কলকাতা শাখার ট্রানসফিউশন ইসি এর পক্ষ থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসে বসিরহাটে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ১৫ জন জওয়ান এদিন পিফা এলাকায় সেবা ভারতীর রক্তদান শিবিরে আসেন রক্ত সংগ্রহের জন্য। শিবির থেকে সংগ্রহ রক্ত সেনাবাহিনীর জওয়ান ও তাদের পরিবারের জন্য কাজে লাগানো হবে বলে জানান নায়েব সুবেদার এম এম সিংহ। এদিনের শিবিরে ৭৭ জন রক্তদাতার হাতে তুলে দেওয়া হয় আম গাছের চারা।

রামনগরে দ্রুতগতির মোটর বাইকের ধাক্কায় মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু

রামনগর(পূর্ব মেদিনীপুর), ১১ আগস্ট (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে দ্রুতগতির মোটর বাইকের ধাক্কায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু। রবিবারের এই ঘটনায় রামনগর থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরে মর্মান্তিক মৃত্যু। রবিবার জল আনতে গিয়ে দ্রুতগতির বাইকের সামনে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার উ এদিন বেলার দিকে রামনগর এগরা রাজ্য সড়কে বাসুলিপাটের কাছে পানীয় জল আনতে বেরিয়ে ছিলেন দক্ষিণ বাসুলিপাট এলাকার বাসিন্দা ফুলপরি গিরি (৫৪) উ সেই সময় একটি দ্রুতগতির মোটর বাইক এসে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পরে যান উ তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে বালিসাই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় রামনগর থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে উ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার তিন

বসিরহাট, ১১ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার রাতে শুকদেব মন্ডল, আসগার মীর ও শেখ আলীনূর রহমান এই তিন যুবককে গ্রেফতার করে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। মিনাখাঁর বামন পুকুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

জানা যায়, শনিবার মিনাখাঁ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে মিনাখাঁ বামুনপুকুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর মা। মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মিনাখাঁ থানার পুলিশ জানতে পারে ঘটনার সঙ্গে জড়িত মিনাখাঁর বামুনপুকুর এলাকার বাসিন্দা শুকদেব মন্ডল, ভাঙড় থানার এলাকার বাসিন্দা আসগার মীর ও হাড়োয়া থানা এলাকার বাসিন্দা শেখ আলীনূর রহমান। শনিবার রাতেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় গত দিন পনেরো আগে বামুনপুকুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল নদীর ধারে। সেখানে তাদের বেশ কিছু আপত্তিকর ছবি তোলে এই তিন যুবক। তারপর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে।

ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি জানতে পারেন ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা। তারপরই বিষয়টি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয় তারা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ধৃত ৩ যুবককে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠালে এদের মধ্যে আসগার মীরকে তিন দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুষ্কৃতিদের গুলিতে জখম তৃণমূল নেতা, তদন্তে পুলিশ

খড়গ্রাম, ১১ আগস্ট (হি.স.) : শ্যুটআউটের ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে। শনিবার রাতে চাষের জমি থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতিদের গুলিতে গুরুতরভাবে জখম হলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা মইদুল শেখ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাষের জমি থেকে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন দুষ্কৃতি তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি গিয়ে পেটে ও পিঠে লাগে। গুলির আঘাতে জখম হয়ে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর পর সেখানে অবস্থায় অবনতি হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

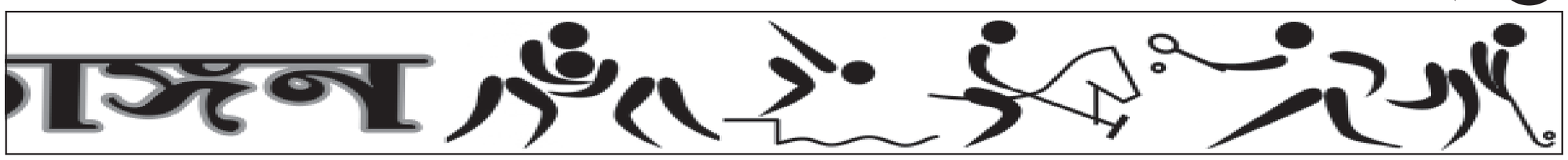

দলবদলের পর : কেমন হলো টটেনহাম?

গত পরশু শেষ হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর দলবদল। নিজেদের শক্তিমত্তা বিবেচনা করে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এর মধ্যেই প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় এনেছে, অপ্রয়োজনীয় খেলোয়াড় ছেড়ে দিয়েছে। আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো আর দলে খেলোয়াড় আনতে পারবে না। দলবদল শেষে দলগুলোর অবস্থা কেমন হলো? এই পর্বে আমরা দেখে নেব টটেনহাম হটস্পার সম্পর্কে।

দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে একটা খেলোয়াড়ও কেনেনি টটেনহাম হটস্পার। সেই ২০১৮ সালের জানুয়ারির দলবদলের সময় যে পিএসজি থেকে ব্রাজিল তারকা লুকাস মউরাকে নিয়ে এল, তারপর আর কোনো নতুন খেলোয়াড় আসেনি স্পার্সে। এ সময়ে নিজের হাতে থাকা খেলোয়াড়দের উন্নত করেছেন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। সে স্কোয়াড নিয়েই খেলেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল। একদম খেলোয়াড় না কেনার পরেও টটেনহামের এমন সাফল্য দেখেই কি না, ক্লাবটার মালিক পক্ষ সন্তুষ্ট হয়েছেন কোচের ওপর। এবার হাত খুলে খরচ করতে দিয়েছেন পচেত্তিনোকে।

সুযোগ পেয়ে পচেত্তিনোও দলের খুঁতগুলো বের করে উপযুক্ত খেলোয়াড় নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে বেশ কিছু খেলোয়াড়কে বিক্রিও করেছেন। বিক্রি করা খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইংলিশ রাইটব্যাক কিয়েরান ট্রিপিয়ের, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে যে রাইটব্যাককে বিক্রি করা হয়েছে ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে। গত তিন বছর ধরে দলের বিকল্প স্ট্রাইকার হিসেবে থাকা ডাচ তারকা ভিনসেন্ট ইয়ানসেনকেও বিক্রি করা হয়েছে মেক্সিকোর ক্লাব মন্তেরের কাছে, ৬.৩ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে। স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ফার্নান্দো ইয়োরেন্তে, ডাচ গোলরক্ষক মিচেল ভর্মের মতো কিছু তারকার চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বেতনও বেঁচেছে কিছু। ফলে সব মিলিয়ে বেশ ভালোভাবেই নিজের স্কোয়াডকে এবার সাজাতে পেরেছেন পচেত্তিনো।

টটেনহামের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মিডফিল্ডে। দলে মিডফিল্ডারের সংখ্যা ছিল অনেক কম। ফলে চোটসমস্যা দেখা দিলে মিডফিল্ডে খেলানোর মতো কাউকে পাওয়া যেত না। উল্টো ফুলব্যাকদের সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে খেলাতে হতো। সেই সমস্যার সমাধান এবার করা হয়েছে। দলে এসেছেন ফরাসি মিডফিল্ডার ট্যাঙ্গয় এনদোমবেলে ও আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার জিওভান্নি লো চেলসো।

পচেত্তিনো সব সময় এমন একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার খেলাতে চান, যিনি একই সঙ্গে শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ, দীর্ঘকায়, এবং ভালোমতো ড্রিবলে পারদর্শী। শক্তসমর্থ হওয়ার কারণে প্রতিপক্ষের আক্রমণ টটেনহামের রক্ষণভাগ পর্যন্ত আসার আগেই নস্যাৎ হয়ে যাবে, ড্রিবল করতে পারার কারণে বল কেড়ে নিয়ে সে মিডফিল্ডার নিজেই আক্রমণভাগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এত দিন পর্যন্ত এ কাজটা বেশ দক্ষতার সঙ্গে করেছেন বেলজিয়ামের মিডফিল্ডার মুসা দেম্বেলে। কিন্তু তিনি যথেষ্ট চোট প্রবণ ছিলেন। যে কারণে মাঝেমধ্যেই দলের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে এরিক ডায়ার, মুসা সিসোকো, ভিক্টর ওয়ানিয়ামা বা হ্যারি উইংকসকে খেলানো হয়েছে। এদের সবারই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেউ দুর্দান্ত পাস দিয়ে আক্রমণ রচনা করতে পারলেও রক্ষণাত্মক দিক দিয়ে অতটা দক্ষ নন (উইংকস)। আবার কেউ রক্ষণাত্মক কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারলেও আক্রমণ রচনা করার কাজটায় অত ভালো নন (ওয়ানিয়ামা, ডায়ার)। আবার কেউ কেউ আছেন, "জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান" ; অর্থাৎ দুটি কাজই করতে পারেন, কিন্তু কোনোটাই অত ভালো নয় (সিসোকো)। গত জানুয়ারিতে দেম্বেলে দল ছাড়ার পরে এদের দিয়েই কাজ চালিয়েছিলেন পচেত্তিনো। কখনো কখনো লেফটব্যাক ড্যানি রোজ এসেও মিডফিল্ডের কাজ করে দিতেন।

এই সমস্যা মেটানোর জন্য এবার ফরাসি ক্লাব লিওঁ থেকে ট্যাঙ্গয় এনদোমবেলেকে নিয়ে এসেছেন পচেত্তিনো, ৫৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে। আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে ডেনমার্কের তারকা ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন ও ইংল্যান্ডের ডেলে আলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রিয়াল বেতিস থেকে ধারে নিয়ে আসা হয়েছে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার জিওভান্নি লো চেলসোকে। এক বছর পর ৬০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে তাকে পাকাপাকিভাবে কিনে নেবে স্পার্স। ফলে সব মিলিয়ে রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে স্পার্সের কাছে এখন আছেন এনদোমবেলে, ডায়ার, ওয়ানিয়ামা, সিসোকো, উইংকস। ১৮ বছর বয়সী অলিভার স্কিপকেও সুযোগ দেওয়া হবে এই মৌসুমে। আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে দলে আছেন লো চেলসো, এরিকসেন ও আলি। উইঙ্গার হিসেবে দলে নতুন কাউকে আনা হয়নি। তেমন অভিজ্ঞ কোনো উইঙ্গার না থাকার কারণে এবারও উইংবিহীন ছকে (৪-৪-২, ৪-৩-১-২, ৩-৫-২) স্পার্সকে খেলাতে পারেন পচেত্তিনো। যেখানে উইঙ্গারের জায়গায় একজন প্রধান স্ট্রাইকার ও একজন সহকারী স্ট্রাইকার থাকেন। প্রধান স্ট্রাইকার হিসেবে অতি অবশ্যই দলের সহ-অধিনায়ক হ্যারি কেইন থাকবেন, কেইনের সহকারী স্ট্রাইকার হিসেবে জায়গা পাওয়ার জন্য লড়াই করবেন ব্রাজিলের লুকাস মউরা ও দক্ষিণ কোরিয়ার সন হিউং মিন।এবার আসা যাক রক্ষণভাগে। রক্ষণভাগে বিশেষ কেউ আসেননি। মূল গোলরক্ষক হিসেবে আছেন দলের অধিনায়ক হুগো লিওরিস, তাঁর বিকল্প হিসেবে গত মৌসুমের মতো এবারও আছেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক পাওলো গাজানিগা। সেন্টারব্যাক হিসেবে যথারীতি দুই বেলজিয়ান তারকা ইয়ান ভার্তোনেও টোবি অল্ডারভেইরেল্ডের পাশাপাশি কলম্বিয়ার ডেভিনসন সানচেজ আছেন। চতুর্থ সেন্টারব্যাক হিসেবে আছেন আর্জেন্টিনার হুয়ান ফয়থ, যিনি দলের প্রয়োজনে রাইটব্যাক হিসেবেও খেলতে পারেন। গত মৌসুমের মূল রাইটব্যাক ট্রিপিয়ের অ্যাটলেটিকোতে যোগ দেওয়ার কারণে এবার দলের মূল রাইটব্যাক সার্জ অরিয়ের। তাঁর বিকল্প হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের কাইল ওয়াকার-পিটার্স। ওদিকে রক্ষণভাগের বাম দিকে মূল লেফটব্যাকের ভূমিকা পালন করবেন ওয়েলসের বেন ডেভিস, তাঁর বিকল্প হিসেবে এবার ফুলহাম থেকে আনা হয়েছে তরুণ তারকা রায়ান সেসেনিওনকে। এই সেসেনিওন লেফট উইঙ্গার হিসেবেও খেলতে পারেন। এই দুজনের কারণে এবার বেঞ্চে চলে যেতে পারেন ড্যানি রোজ। দলবদলের শেষ দিনে রোজ ওয়াটফোর্ডে চলে যাবেন এমন গুঞ্জন উঠলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এত দিন টটেনহামের লক্ষ্য থাকত লিগে শীর্ষ চারের মধ্যে থাকা। এবার যে ধরনের খেলোয়াড় তাঁরা নিয়ে এসেছে, শিরোপার স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিতেই পারে!

ভারতকে ২৬২ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ

ইংল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের সর্বোচ্চ রান করতে ফাইনালকেই বেছে নিল বাংলাদেশ। আজ শিরোপার লড়াইয়ে মাহমুদুল হাসান জয়ের সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ভারতের বিপক্ষে ২৬১ রানের পুঁজি গড়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ—১৯ দল। এর আগে এই সিরিজে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান ছিল স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৫৬। সাসেক্স কাউন্টির মাঠে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন যুবদলের অধিনায়ক আকবর আলী। নির্ধারিত ৫০ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২৬১ রান তোলেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১০৯ রান করেন মাহমুদুল হাসান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬০ রান এসেছে পারভেজ হোসেন ইমনের ব্যাট থেকে। ওপেনিং জুটিতেই ৫৮ রান তোলেন তানজিদ হাসান ও পারভেজ হোসেন। ব্যক্তিগত ২৬ রানে তানজিদ ফিরে গেলে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে মাহমুদুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে ৬৫ রানের জুটি গড়ে ওঠে। দলীয় ১২৩ রানে পারভেজ (৬০) ফিরে গেলেও শেষ পর্যন্ত ১০৯ রান করে রানআউটের শিকার হন মাহমুদুল হাসান। ১০৯ রান করতে ওয়ান ডাউনে নামা এই ব্যাটসম্যান বল খেলেছেন ১৩৪ টি। তাঁর দুর্দান্ত ইনিংসে ৪ আছে নয়টি ও ৬ একটি। অপরাজিত থেকেই মাঠ ছাড়তে পারতেন তিনি, যদি না ইনিংসের শেষ বলে রানআউটের শিকার হতেন। ভারত-ইংল্যান্ড আছে, সিরিজ হবে জমজমাটদেশ ছাড়ার আগে বলেছিলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আকবর আলী। ইংল্যান্ডের অচেনা কন্ডিশনেও অনূর্ধ-১৯ ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে জায়গা করে নিয়ে সিরিজটি আসলেই জমিয়ে তুলেছেন বাংলাদেশের যুবারা। ভারত-ইংল্যান্ড আছে, সিরিজ হবে জমজমাটদেশ ছাড়ার আগে বলেছিলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আকবর আলী। ইংল্যান্ডের অচেনা কন্ডিশনেও অনূর্ধ-১৯ ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে জায়গা করে নিয়ে সিরিজটি আসলেই জমিয়ে তুলেছেন বাংলাদেশের যুবারা। ঘরের মাঠে ২০১৮ অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই ভারতকেই ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে পেয়েছে আকবর আলীর দল। প্রতিশোধের এমন সুযোগ নিশ্চয়ই তাঁরা হাতছাড়া করতে চাইবেন না। তা ছাড়া দেশের বাইরে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ের গৌরবও তো কম নয়। আকবর আলী তো সাফ জানিয়ে দিলেন, 'লক্ষ্য ছিল ফাইনাল খেলার, এবার শেষ ধাক্কাটা দেওয়ার পালা।'

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ফর্মও তাদের পক্ষে।

৮ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থেকেই ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৯ দল। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়তে ভারত। স্বাগতিক ইংল্যান্ডের ৮ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট। দুই ফাইনালিস্ট গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছে চারবার। দুটি ম্যাচ অবশ্য ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। বাকি দুই ম্যাচে একবার করে জিতেছে বাংলাদেশ ও ভারত।

সিরিজজুড়ে দাপট দেখিয়েছেন বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান ও বোলাররা। সেরা ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষে ৭ ইনিংসে ১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে ৩২০ রান করা তৌহিদ হৃদয়। সেরা পাঁচে আছেন আগ্রাসী ওপেনার তানজিদ হাসান, ৭ ইনিংসে ১ সেঞ্চুরিতে ২১৮ রান করেছেন তিনি। বোলারদের তালিকায় শীর্ষস্থান বাংলাদেশের পেসার তানজিম হাসানের দখলে। ৫ ইনিংসে ১২ উইকেট ২২.০৮ গড় ও ৫.৫২ ইকোনমি রেটে। দ্বিতীয় বাংলাদেশেরই আরেক পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। ৫ ইনিংসে ১০ উইকেট ১০ গড় ও ৪.৭২ ইকোনমি রেটে। দুই বিভাগেই ধারাবাহিক পারফরমার থাকায় সন্তুষ্ট দলের অধিনায়ক আকবর। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৯ দল বলতে গেলে অপরাজেয়। গত জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডকে তিন সংস্করণেই হারিয়েছে বাংলাদেশ। তবে দলের ক্রিকেটাররা যেহেতু এর আগে কখনোই দেশের বাইরে খেলেননি, অন্য দেশে তাঁদের পারফরম্যান্সটা এখনো দেখার বাকি ছিল। ত্রিদেশীয় সিরিজে এখন পর্যন্ত সেটা করে দেখাতে পেরেছে বাংলাদেশ।

পেটে মাইক্রোচিপ নিয়ে আসছে নতুন ক্রিকেট বল

মাইক্রোচিপ জুড়ে স্মার্ট বল তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কুকাবুরা। বিগ ব্যাশের আগামী মৌসুমে ব্যবহার করা হতে পারে এ স্মার্ট বল

ক্রিকেটে পাল্টেছে অনেক কিছুই। ব্যাট থেকে পোশাকে এসেছে পরিবর্তন। আর নিয়ম তো নিয়ম করেই পাল্টানো হচ্ছে। শুধু বলটা থেকে গেছে আগের মতো। দিবা-রাত্রির টেস্ট আসায় গোলাপি বল দেখা গেলেও লাগেনি প্রযুক্তির ছোঁয়া। আর টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে লাল বলটা লাল আর সাদা বলটা সাদাই থেকে গেছে।

সে 'আক্ষেপ'ও ঘুচল বলে! বিগ ব্যাশে সাদা বলে দেখা যেতে পারে প্রযুক্তির ছোঁয়া। অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'কুকাবুরা' মাইক্রোচিপ জুড়ে দেওয়া বল তৈরি করেছে। আর তা ব্যবহারের ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে এবারের বিগ ব্যাশ মৌসুমে। টেস্ট ক্রিকেটেও এ বল চালুর আশা করছে কুকাবুরা। ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক এ প্রতিষ্ঠান নতুন ধরনের বলটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ ধাপে রয়েছে। এটি চালু করে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠান 'ডিউক'-কে পেছনে ফেলতে চায় কুকাবুরা। এই স্মার্ট বলের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। বলের গতির তাৎক্ষণিক পরিসংখ্যান দেবে স্মার্ট বল। আর সেটি কয়েক ধাপেবল ছাড়ার সময়ের গতি, বাউন্স করার আগের গতি এবং বাউন্স করার পরের গতি। আর এ ব্যাপারে স্মার্ট বলের তথ্য হবে আরও নিখুঁত।

আম্পায়ারদের ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমেও (ডিআরএস) স্মার্ট বল যেন ভালো ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়েও কাজ করা হচ্ছে। বিশেষ করে কট বিহাইন্ড কিংবা **ছয়ের পাতায় দেখুন**

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 12 August, 2019, Monday আগরতলা ১২ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

২০১৯ এর জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত নেশাবিরোধী অভিযানে উত্তর জেলার সাফল্য দৃষ্টান্তমূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে উত্তর জেলা পুলিশের পাশাপাশি উত্তরের সাধারণ মানুষও সমান তালে হাতে হাত মিলিয়ে পুলিশকে সাহায্য করে চলেছে, তারই ফল এই সাহায্য। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই কথা গুলো বললেন জেলা সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। প্রতিটি অভিযানেই গোপন সুত্রকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেলা পুলিশ সুপার। বিভিন্ন নেশাবিরোধী অভিযানে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বের রেওয়াজ শুরু করেছিলেন পুলিশ সুপার থাকাকালীন মানিক দাস, আর তাকে চূড়ান্ত রূপরেখা দিয়ে চলেছেন বর্তমান সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সংখ্যা তত্বের হিসাবে যে সমস্ত জেলাকে পেছনে ফেলে উত্তর জেলা সবার আগে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বছর এখন পর্যন্ত যে হিসাব ওঠে এসেছে, তাতে এবছর জুলাই মাস পর্যন্ত এনডিপিএস'র মামলা ২৮টি রেজিস্টার হয়েছে। মোট ৫৮ জন আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তারমধ্যে ১৯ জন এখন জেলে রয়েছে। ১২০৫ গ্রাম সিরিজ ড্রাগস উদ্ধার করা হয়েছে। নেশাজাতীয় এসকফ ১৫৪৭৫ বোতল, ১৮৯০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৫০০ কেজি গাঁজা এবং ১১৯২০০ টাকা, ভেজাল মদ ও দেশীয় মদের কারখানা আনন্দবাজার, পেচারথল, সরসপুর, পানগরে অধিকাংশই গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেএক মা বোনেরা এগিয়ে এসেছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে- যা পুলিশের কাছে বিশাল প্রাপ্তি। এভাবে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসলে সব কাজই সুষ্ঠভাবে করা এবং যায় এবং সফলতা আসে বলে জানান ভানুপদ চক্রবর্তী। পুলিশকে এভাবে সাহায্য করার জন্য উত্তর জেলার নাগরিকদের স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

তিনদিনের চিন সফরে গেলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): রবিবার তিনদিনের চিন সফরে গেলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কিছুদিন আগেই লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল চিন। তাদের দাবি, লাদাখের অন্তর্গত সিয়াচেন অঞ্চলটি চিনের ভূখণ্ডের মধ্যে পড়ে। এই টানাপোড়নের মধ্যেই চিন সফরে গেলেন জয়শংকর।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, চিনের নেতাদের সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করবেন। চলতি বছরের শেষে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতে আসছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে বসবেন। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, জিনপিং-এর ভারত সফরের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফিরবেন জয়শংকর।

আনুষ্ঠানিকভাবে জয়শংকরের সফর শুরু হবে সোমবার। তিনি কাদের সঙ্গে দেখা করবেন এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি। তবে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে জানা গেছে। দু'জনে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করবেন। জয়শংকরের তিন দিনের সফরে চারটি 'মউ' স্বাক্ষরিত হবে।

জয়শংকর চিনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে শি জিনপিং-এর ভারত সফর নিয়ে কথা বলবেন। ২০১৭ সালে ডোকলাম নিয়ে ভারত ও চিনের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা যায়। তারপর ২০১৭ সালে চিনের উহানে মোদী ও শি-র ঘরোয়া বৈঠক হয়। তখন দুই দেশের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল।

মোদী দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পরে এই প্রথম ভারতের বিদেশমন্ত্রী চিন সফরে যাচ্ছেন। তিনি এর আগে কূটনীতিক হিসাবে ২০০৯ থেকে '১৩ সাল পর্যন্ত চিনে ছিলেন। ভারতীয় কূটনীতিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি দিন চিনে কাজ করেছেন।

'গৌতম-ভুবনেশ্বরে মত নির্লজ্জ হতে পারিনি বলে রাজনীতির জন্য আমি ফিট নই', ফেসবুকে মীরা বরঠাকুর

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : 'গৌতম রায়-ভুবনেশ্বর কলিতার মত নির্লজ্জ ব্যক্তি বিরল। তাঁদের মত নির্লজ্জ হতে পারিনি বলে রাজনীতির জন্য আমি ফিট নই।' এক এক করে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী মীরা বরঠাকুর।

প্রদেশ বিজেপিকে তুলোধোনা করে সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মীরা লিখেছেন, 'একটা সময় ছিল, মাঝে মাঝে আমি হতাশ হয়ে পড়তাম এই ভেবে যে, রাজনীতিতে আমার কি কিছুই হবে না? আজ সম্পূর্ণ হতাশা মুক্ত হয়েছি। আজ থেকে আমি সন্তুষ্টি লাভ করছি। না, আমার জন্য রাজনীতি এমনিতেই হত না, কারণ আম গৌতম রায়, ভুবনেশ্বর কলিতা প্রমুখের মতো এত নির্লজ্জ হতে পারব না। কেননা স্বাভিমানই আমার মূলধন।'

তিনি তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আরও লিখেছেন, 'বুঝে গেছি, যতদিন পর্যন্ত গৌতম রায়, ভুবনেশ্বর কলিতাদের মতো দেশপ্রেমিক হতে পারব না, ততদিন ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতির জন্য আমি ফিট নই। এ ধরনের পরিবর্তন কাম্য নয়। বিজেপি অসম প্রদেশের নেতৃত্বকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি, কারণ আপনারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, আজকের রাজনীতি আমার মতো মানুষের জন্য নয়, যেখানে আপস নেই।'

মীরা বরঠাকুর তাঁর পোস্টে লিখেছেন, আজ আমি নিজেকে স্বাভিমানী অসমিয়া মহিলা হিসেবে গৌরব বোধ করছি। এই ভেবে, অন্তত গৌতম, ভুবনেশ্বর কলিতার চেয়ে আমি বহু উচ্চমানের রাজনৈতিক কর্মী। আমাকে বিজেপি কতটা দূরত্বে রেখেছে তার প্রমাণ আজ তাঁরা নিজেরাই খোলসা করে দিলেন।

প্রদেশ বিজেপির এককালের বরিষ্ঠ তুখোড় বাকপটু নেত্রী মীরা বরঠাকুরের পোস্ট ইতিমধ্যে অসংখ্যজন লাইক করেছেন, তাঁর পক্ষে মন্তব্যও এসেছে বহু।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছরের (২০১৮) ৫ সেপ্টেম্বর বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ স্তরের নেত্রী মীরা বরঠাকুরকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। দলের নীতি ও স্থিতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে অনুশাসন ভঙ্গ করার অভিযোগে মীরা বরঠাকুরের দলবিরোধী অবস্থানের ভিত্তিতে বহিষ্কার করা হয়েছিল। প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চা গৃহীত প্রস্তাবের ওপর দলের রাজ্য অনুশাসন সমিতি বিশদে পর্যালোচনা করে বিজেপি-র যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সেদিন তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক বর্তমান সাংসদ দিলীপ শইকিয়া ঘোষণা করেছিলেন।

বেপরোয়া বাইক, মৃত ১, আহত ১

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স): হেলমেট ছাড়া বেপরোয়া বাইক চালাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ২১ বছরের তরুণ। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ওই তরুণের বান্ধবীও। তরুনের নাম, অভিষেক রায়। তরুণী মণীষা রায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বান্ধবীর জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে গভীর রাতে 'বাইক রাইড' করতে গিয়ে এই বিপত্তি। মৃত তরুণ এবং তাঁর বান্ধবী, কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না। অভিষেকের বাইকের কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বরও ছিল না। নথিপত্রও পাওয়া যায়নি। অভিষেকের লাইসেন্স ছিল কি না, তাও দেখছেন তদন্তকারীরা।

শনিবার রাত ২টো নাগাদ একটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইএম বাইপাসের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েন বাইকের চালক অভিষেক রায় এবং পিছনে বসা তাঁর বান্ধবী মনীষা রায়। বাইপাসে টহলদারির দায়িত্বে থাকা পুলিশ দু'জনকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা অভিষেককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ছিল মনীষার জন্মদিন। অভিষেক মনীষার বাড়িতে যায়। সেখানে তাঁরা জন্মদিনের অনুষ্ঠানের পর বাইকে চেপে বেরোয়। বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রচণ্ড গতিতে বাইক চালানোর সময় কোনও ভাবে নিয়ন্ত্রণ হারান অভিষেক। কারওর মাথাতেই হেলমেট না থাকায় দু'জনেরই মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।

হেলমেট বিহীন বেপরোয়া বাইক চালকদের বাগে আনতে প্রায় দু'মাস ধরে রাতের শহরে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বাইক বাজেয়াপ্ত করে জরিমানা করা হয়েছে। গ্রেফতারও করা হয়েছে অনেককে। সেই অভিযান চালাতে গিয়ে বেশ কয়েকবার বেপরোয়া বাইক চালকদের হাতে মার খেতেও হয়েছে পুলিশকে। তারপরও যে বাইক চালকদের হুঁশ ফেরেনি তা শনিবারের রাতের এই ঘটনায় আবার প্রমাণিত।

'আম্মা' নয় "গর্ভধারিণী" হয়ে ফিরলেন রাজ-ঘরণী

কলকাতা,১১ আগস্ট (হি.স.): কমার্সিয়াল ছবি কমেডি ছবিকে সরিয়ে রেখে এবার রাজনৈতিক ঘরানার ছবিতে মনোনিবেশ করেছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী উ কিছুদিন আগেই ছবির নাম জানিয়েছিলেন পরিচালক উ কিন্তু হঠাৎই বদলে গেলো ছবির নামউ 'আম্মা' —র পরিবর্তে ছবির নাম রাখা হলো "গর্ভধারিণী"উ আজ রবিবার পরিচালক ও তার ঘরণী অভিনেত্রী শুভশ্রী মিলে সারলেন ছবির শুভ মহরৎ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এত হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ হয়ে চলেছে সমাজে কিন্তু তার কারণ কি উ সেই উত্তরই দেবে পরিচালক রাজের নতুন ছবি "গর্ভধারিণী"উ "গর্ভধারিণী""-তে দেখা যাবে এক বৃদ্ধাকে দেখাশোনা করেন এক অল্প বয়সি নারী। তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে আরও তিনজন। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে অতীত। আর এই নিয়েই এগিয়ে যাবে ছবির গল্প উ এই ছবিতেও মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও ঋত্বিক চক্রবর্তীকে উ তাছাড়াও এই ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে দেখা যাবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ও পার্নো মিত্রকে উ ছবিতে দেখা যাবে অভিনেতা সোহমকেও উএই প্রথম স্বাতীলেখা ও পার্নো কাজ করছেন পরিচালক রাজের সঙ্গে। সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হবে ছবির শুটিং।

ইদ-উদ্-জোহায় মসজিদে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ আগস্ট।। পবিত্র ইদ-উদ্-জোহা উপলক্ষ্যে পিস ফর হিউম্যান এর উদ্যোগে রবিবার উদয়পুর টাউন জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির। এই মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি জসীম উদ্দিন, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান অনুপম চৌধুরী, কাউন্সিলার দ্বীপ নারায়ণ কর প্রমুখ। এদিন এই রক্তদান শিবিরে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের দুইজন মহিলা সহ মোট আটচল্লিশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরটিকে পরিচালনা করেন উদয়পুর ব্লাড ব্যাঙ্ক ইনচার্জ ডাঃ সুজিত রায়। রক্তদান শিবিরটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো লক্ষ্যণীয়।

৫দিন ব্যাপী ঝুলন যাত্রা উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আগরতলা জগন্নাথ জিও মন্দিরে শুরু হল পাঁচদিন ব্যাপী ঝুলনযাত্রা উৎসব। একাদশি থেকে পূর্ণীমা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। প্রচুর ভক্ত সমাগমের মধ্য দিয়ে ঝুলন যাত্রা উৎসবের সূচনা হয়। জগন্নাথ জিও মন্দিরের পক্ষ থেকে জানানো হয় ঝুলন যাত্রা মানে ভক্ত ভগবান মিলন উৎসব। ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করতে এই সময়ে ভগবান লীলা করে থাকেন। জগৎবাসীকে শান্তি দিয়ে এবং কল্যাণের জন্য এই ঝুলন যাত্রা উৎসব করা হয়। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবে ভক্তবৃন্দদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ঝুলন যাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শিবসেনা রাজ্য কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। শিবসেনা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রদেশ কমিটির সভাপতি ও রাজ্য কনভেনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ধীরেন দেবনাথ। সহসভাপতি পদে সন্তো, সাহা ও সদস্যা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীমতি জিতা সাহা। রবিবার শিবসেনারাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় শিবসেনা রবিবার থেকেই সদস্যপদ সংগ্রহম অভিযান শুরু করেছে। সংগঠন জনগনের পাশে থেকে কাজ করতে চায় বলেও প্রদেশ সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৭০ ধারার অবলুপ্তি কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদকে খতম করবে : অমিত শাহ

চেন্নাই, ১১ আগস্ট (হি.স): '৩৭০ ধারার অবলুপ্তি কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদকে খতম করবে', বলে রবিবার দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, জাতির অগ্রগতিও হবে। রবিবার চেন্নাইতে প্রকাশিত হল উপ রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নায়ডুকে নিয়ে লেখা একটি বই। এদিন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমিত শাহ। স্বাভাবিক ভাবে সেখানে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রসঙ্গও উঠে আসে। তার প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি নিশ্চিত ভাবেই বিশ্বাস করতাম সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ উঠে যাওয়া উচিত। কারণ, এই অনুচ্ছেদ বাতিলের পর এবার উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদ শেষ হবে এবং কাশ্মীর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে'। কেন্দ্র সরকারের ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদের বাইরে এই প্রথম মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গত ৫ আগস্ট রাজ্যসভায় সংবিধানের ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেন অমিত শাহ। তার পর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ নিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে ঝড় বইছে। কেন্দ্র সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এদিন অমিত শাহ বলেন, 'সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের বলেই বিশেষ মর্যাদা পেত জম্মু-কাশ্মীর। তা তুলে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কারণ এটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়'।

গত ৫ আগস্ট রাজ্যসভার জবাবি ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের মুকুটমণি। পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হবে। উপত্যকাকে কিছুতেই কসভো হতে দেব না'। একই সঙ্গে উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার জন্য নাম না করে তিনটি পরিবারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'উপত্যকার মানুষকে যাঁরা উস্কানি দেয়, খেপিয়ে তোলে, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা লন্ডনে পড়াশুনা করে। তাঁদের চিন্তা নেই। তাঁরা চায়, উপত্যকার ছেলে-মেয়েদের অশিক্ষিত করে রাখতে। তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তও এ ব্যাপারে এনডিএ সরকারের প্রশংসা করেন এবং অমিত শাহের সংসদের ভাষণ নিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। রজনীকান্ত বলেন, 'অমিত শাহকে হার্দিক অভিনন্দন। যে ভাবে উনি ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন এবং সংসদে যে ভাষণ দিয়েছেন তা চমৎকার'। একই সঙ্গে তিনি অমিত শাহ ও মোদীর জুটিকে কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গেও তুলনা করেন।

এর আগে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জম্মু কাশ্মীরের মানুষকে আশ্বাস দিয়েছেন যে দ্রুত সেখানে নির্বাচন হবে এবং সেখানকার মানুষ আগের মতই বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করতে পারবেন।

রাজ্যের আনারস ও লেবু গত সাত আগষ্ট পৌঁছে গেল দুবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কিউ আনারস এক নতুন মাধ্যমে প্রথমবারের মত পৌঁছে গেল দুবাই। রাজ্যের সুস্বাদু আনারস যা আগে বাজারে ৫ টাকায় বিক্রী হত সেই আনারস ১৩ টাকা দরে ক্রয় করে রাজ্য সরকার মুম্বাই বন্দর এর মাধ্যমে সে আনারস দুবাই পাঠায়। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও ফলগুলি ভাল অবস্থায় ছিল এবং কোন প্রকারের পচন না ধরায় অশনির আশঙ্কাও দূর হল। উল্লেখ্য গত ২২ জুলাই কুমারঘাট থেকে হাইটেক ট্রাকগাড়ির মাধ্যমে আনারসের এই ঠেকটিকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সবুজ পতাকা দেখিয়ে দুবাইর উদ্দেশ্যে রওনা করেন। প্রথমত আনারসের এই ঠেকটি মুম্বাই পৌঁছানোর পর পরবর্তি সময়ে মুম্বাই থেকে জাহাজের মাধ্যমে গত সাত আগষ্ট পৌঁছে যায় দুবাই। তাজা অবস্থায় আনারস দুবাই পৌঁছে যাওয়ায় আমদানিকারি ও রপ্তানিকারি ব্যবসায়ী উভয়েই খুশি। দুবাই থেকে পাঠানো আনারসের প্রথম ছবি দেখে আনন্দিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন যে, রাজ্যের আনারস চাষিদের প্রতি বছর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ও রাজ্যের আনারসকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বাজারে বাজারজাত করতে রাজ্য সরকারের যে উদ্যোগ তা আজ সফল হল। এই উদ্যোগ সফল হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল আধাকারিক ও রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে আরও বলেন যে, আমাদের এই উদ্যোগের সাফল্যের ফলে আগামী দিনে আরও বেশি করে আনারস পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এইভাবেই রাজ্যের আনারস চাষিভাইদের আরও উৎসাহিত করা হবে আনারস চাষ করতে।

নার্সেস এসোর অধিকার হরনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ট্রেইন নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা শাখার অধিকার হরণের চক্রান্ত চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা শিখা দেব। তিনি বলেন, সংগঠন আগামী ১০ সেপ্টেম্বর আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সম্মেলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিজেদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে সম্মেলন করার উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আলাদা করে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন করা যাবে না বলেও ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিএমএস ও টিআরকেএসের সদস্যপদ গ্রহণ করারও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। ট্রেইন নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা শাখা নিজেদেরকে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির অনুগামী বলে দাবি করেছে। কেন তাদের সাংগঠনিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা জানতে রবিবার সংগঠনের নেত্রীরা বিজেপি রাজ্য সদর কার্যালয় অভিযান করেন। তারা অভিযোগ করেন ১ বছর ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেও দেখা করতে পারছেন না। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সম্পাদিক শিখা দেব জানান, ২০১৮ সালে সুনীল দেওধরের হাত ধরে রাজ্যের সংগঠনটির শাখার আত্মপ্রকাশ ঘটে। গণরাজ চৌমুহনীতে তাদের অফিস গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংগঠন নার্সদের উন্নয়নে কাজ করছে। তারা জানান, রাজ্যে দরকার ৬ হাজার নার্সের। অথচ রয়েছে মাত্র ২ হাজার নার্স । তারাই পুরো দায়িত্ব পালন করছেন। নার্সদের প্রমোশন প্রদানের ক্ষেত্রেও বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।